আব্দুল কাদের জিলানি রহ.-এর

একগুচ্ছ নাসিহাহ

সালেহ আহমাদ শামি

জুবায়ের রশীদ

অনূদিত

Scanned with CamScanner

আব্দুল কাদির জিলানি রাহ.-এর

একগুচ্ছ নাসিহাহ

শাইখ সালেহ আহমাদ শামি

হাসানাহ পাবলিকেশন

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

অনুবাদকের কৈফিয়ত ১২
আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর জীবনী ১৬
আল্লাহর নিকট সমর্পণ ২৮
আত্মশুদ্ধি ২৮
অন্তরের অস্থিরতা ২৯
কালিমার নিগূঢ় তত্ত্ব ৩০
ইখলাসের পরিচয় ৩১
সৃষ্টির সেবা ৩১
গন্তব্য কোথায় ৩২
অহমিকার চিকিৎসা ৩৩
সংস্পর্শের প্রভাব ৩৩
তাওহিদের সূর্য ৩৪
নিফাক ৩৪
জীবনের দুয়ার ৩৫
মুখ ও অন্তর ৩৫
প্রভুর ভান্ডার ৩৬
নিগূঢ় তত্ত্ব ৩৬
ইলম অর্জন ৩৭
ইবাদতের কষ্ট ৩৮
ইলম অনুযায়ী আমল ৩৮
একটিমাত্র অন্তর ৩৯
বিনয় ৩৯
মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত ৪০
কুরআনের উপদেশ ৪০
দুনিয়ার জন্য আমল ৪১
ইসলাম পরিশুদ্ধ করো ৪১
দুর্ভাগা আলেম ৪২

Scanned with CamScanner

ধোঁকার শিকার ৪৩
একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য করো ৪৪
দুটি জিহাদ..৪৪
নিজেকে উপদেশ দাও ৪৫
অপরকে ভালোবাসো ৪৬
পাথেয় ও ভোগ...৪৭
ক্রন্দন করো ৪৮
সত্যবাদীদের উপমা ৪৯
দরিদ্রকে বন্ধু বানাও ৫০
দুনিয়াবিমুখ ৫০
হে বৎস! ৫১
প্রাচুর্য দর্শন...৫১
মৃত্যুর কিনারে ৫২
অন্তরের মরিচা ৫৩
আল্লাহর স্মরণ ৫৪
উত্তম বন্ধু..৫৪
উপদেশ শ্রবণ করো ৫৪
বৃক্ষ ও পানি..৫৫
ক্ষতিকর ইলম ৫৫
পথের বাধা...৫৬
চেষ্টা ও তাওয়াক্কুল ৫৭
পরিবারের জন্য উপার্জন ৫৭
তওবা..৫৮
সবার ওপরে দ্বীন..৫৮
মানুষের নিকট কিছু চেয়ো না ৫৯
ওহির ফসল...৫৯
আল্লাহর জন্য শত্রুতা...৫৯
ঈমানের বৃদ্ধি ৬০
জান্নাতের এক টুকরো ৬১
আত্মসমর্পণ ৬১
আখেরাতকে স্মরণ করো...৬২

Scanned with CamScanner

সৎ ব্যক্তিদের সাহায্য করো ৬৩
শয়তানকে হতাশ করো ৬৪
কথা বলো চিন্তা করে ৬৫
নবিদের উপার্জন ৬৫
আমলে পরিতৃপ্তি ৬৬
অন্তরের হক ৬৬
নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ৬৭
শেকলে আবদ্ধ হও ৬৭
ফরজসমূহ ৬৮
সৎ বন্ধু ৬৮
পাপ থেকে বাঁচা ৬৯
আল্লাহকে স্মরণ করো ৬৯
পুণ্যবানদের মতো হও ৭০
তাকদির ৭১
সৃষ্টির মাঝে তোমার স্রষ্টাকে খুঁজো ৭১
বন্ধ দরজার চাবি ৭১
অভিযোগ ৭২
সন্তুষ্টি ৭২
ঝেড়ে ফেলো অসতর্কতা ৭৩
আল্লাহর প্রতি ভয় ৭৩
উপদেশ গ্রহণ করো ৭৪
আত্মার নিষ্কলুষতা ৭৪
খুলে ফেলো ঘৃণার আবরণ ৭৫
হে উদাসীন! ৭৬
হতাশ হয়ো না ৭৬
আখেরাত সজ্জিত করো ৭৭
রিজিক অন্বেষণ করবে তোমাকে ৭৭
রবের সন্তুষ্টি ৭৮
ভালোবাসা অর্জনের পূর্বশর্ত ৭৮
ফিরে এসো ৭৯
আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করো না ৭৯

Scanned with CamScanner

হে জ্ঞানী! ৮০
শরিয়তের সাক্ষ্য ৮১
কেন ধ্বংস করছ জীবন ৮১
আহ্বান ৮১
শিষ্টাচার ৮২
বিরোধিতা ৮২
আখেরাতের বাজার ৮২
দুটি প্রমাণ ৮৩
আকাঙ্ক্ষা ৮৩
নিয়ত ৮৪
দ্বীনের ডাক্তার ৮৪
ইলম ও দুনিয়া ৮৫
আখেরাত সন্নিকটে ৮৫
একটিমাত্র চিন্তা ৮৬
মূর্খতার অনিষ্টতা ৮৬
মূর্খদের সংস্পর্শ ৮৭
শিরকের প্রকার ৮৭
দুনিয়া একটি বাজার ৮৮
অহংকার ত্যাগ করো ৮৮
শরিয়তের অনুসরণ ৮৮
আমলের ওপর ভরসা করো না ৮৯
সম্মান লাভ ৮৯
মানুষের ওপর ভরসা করো না ৮৯
পাথর দিল ৯০
প্রয়োজন পূরণ করা ৯১
সম্পদের মূর্তি ৯১
নিজ আমলের হিসাব নাও ৯১
অন্তর হেফাজত করা ৯২
পাপী ৯৩
জিকিরের প্রকার ৯৩
বিচ্ছিন্ন হয়ো না ৯৪

Scanned with CamScanner

আত্মার চিকিৎসা ৯৪
নিজেই হও নিজের সংশোধক........ ৯৫
আলেমদের বিরোধিতা ৯৫
ক্রীতদাস ৯৬
জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ ৯৭
আনুগত্য করো ৯৮
ভয় ৯৮
ভাঙো প্রবৃত্তির জানালা ৯৯
আত্মার সংশোধন ৯৯
শেকড় ও ডালপালা ১০০
আশার বালি........ ১০০
কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো ১০১
তোমাকে বলছি........ ১০২
অপার বিস্ময় ১০৩
আল্লাহর ওপর ভরসা ১০৩
চিৎকার ১০৪
দুনিয়াবি আলেম........ ১০৪
প্রবৃত্তির অনুসরণ........ ১০৫
নামাজে মন বসে না ১০৫
মুমিনের ভূমি........ ১০৫
গাফেলের সঙ্গী........ ১০৬
আত্মসমালোচনা........ ১০৭
শেষ উপদেশ ১০৭
বাণী চিরন্তন........ ১০৮

Scanned with CamScanner

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর তিনটি গ্রন্থ রয়েছে; যার ব্যাপারে সকলে একমত যে, গ্রন্থগুলো তারই।

প্রথম গ্রন্থটির নাম : '*আল ফাতহুর রব্বানি*'। এটি শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর প্রদত্ত নির্বাচিত ওয়াজের সংকলন।

বক্ষমান গ্রন্থটি *আল ফাতহুর রব্বানি* গ্রন্থে সংকলিত ওয়াজসমূহ থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি নসিহতকে পৃথক শিরোনামে সন্নিবেশিত করে পাঠকের সামনে পেশ করা হয়েছে।

শাইখ সালেহ আহমদ শামি

Scanned with CamScanner

অনুবাদকের কৈফিয়ত

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এই সুজলা পৃথিবীতে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন তার মনোহারী রূপ-নিসর্গে কেবল মুগ্ধ হওয়ার জন্য নয়। ভোরের শ্যামল প্রকৃতি, বিকেলের বাঁকা রংধনু, সন্ধ্যার আলো-আঁধারির মায়া, রাতের নির্মল চাঁদ, মেঘ জোছনার ডুব-সাঁতারে মত্ত থাকা প্রভুপ্রদত্ত এ জীবনের মাকসাদ নয়। শৈশবের আনন্দ, কৈশোরের বালখিল্যতা, তারুণ্যের অফুরন্ত জোয়ার, যৌবনের নিত্যকার ব্যস্ততা আর বার্ধক্যের অবসর যাপনের ভেতর জীবনকে ফুরিয়ে দিতে মুমিনের জন্ম হয়নি। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দিয়ে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন মানুষকে। জন্ম ও জীবনের প্রতি রয়েছে অপরিসীম কর্তব্য; যা আদায় করতে হবে নিষ্ঠার সাথে। পার্থিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে জীবনের ছোট্ট সময়কে। মুমিনের সাফল্য কোথায়? তা আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন। কত স্পষ্ট ও সুন্দর আল্লাহর কথা! 'যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।'[১]

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে সাফল্য ও সফলতার চূড়ান্ত দিক-নির্দেশনা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঘোষণা করেছেন। দুনিয়াতে আগমনকারী প্রতিটি মানুষ তখনই নিজেকে সফল বলে দাবি করতে পারবে যখন সে জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের অধিবাসী করতে পারবে। মুমিনের যাপিত জীবন এই সরল অথচ কঠিন পথ বেয়েই এগিয়ে যাবে।

সে পথে চলতে গিয়ে কখনো বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নির্জন অরণ্যের পথে পথে যেমন দুর্ধর্ষ ডাকুরা ওত পেতে বসে থাকে, তেমনই মুমিনের গন্তব্য পথে সমূহ প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে মুমিনের শত্রু অভিশপ্ত শয়তান। তার হাতে ডাকুর মতো ধারালো ছুড়ি নেই; তবে আছে নীল নীল ছলনা। ধোঁকার সজ্জিত সামগ্রী নিয়ে সে বসে আছে। শয়তান দুনিয়ার বিনিময়ে মুমিনের আখেরাত কিনে নিতে চাইবে। দুনিয়ার চাকচিক্য, ধন-সম্পদ,

১. [সুরা আলে ইমরান : ১৮৫]

Scanned with CamScanner

লোভ-লালসা, অহংকার, মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে মুমিনকে সরল-সঠিক ও শাশ্বত পথ থেকে বিচ্যুত করে ভুল পথে পরিচালিত করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুমিনকে তাই সফলতার পরিচয় দেওয়ার ঠিক পরই অধিকতর সতর্ক করে বলেছেন, 'পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।' অভিশপ্ত শয়তানের শত ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা যেন মুমিনকে বিচ্যুত করতে না পারে; তাই অসীম দয়ালু আল্লাহর এই সতর্কতা। যেন শয়তানের ছলনায় কেউ পথ না হারায়। ক্ষণিকের মোহ যেন মুমিনকে চিরন্তন শান্তি থেকে সরাতে না পারে।

মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করতে, বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করতে পাঠিয়েছেন অগণিত নবি ও রাসুল। পূর্ববর্তী কোনো জমানা এমন ছিল না, যাদের নিকট নবি-রাসুল ছিলেন না। এক নবির তিরোধানের পর আগমন করতেন অন্য নবি। এভাবে চলেছে আল্লাহর দীর্ঘ নীতি।

কিন্তু সেই ধারা ও নীতির ব্যত্যয় ঘটে সর্বশেষ রাসুল প্রেরণের পর। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এরপর আগমন করবেন না আর কোনো নবি। নবিজির তিরোধানের পর কেটে গেছে দীর্ঘ দেড় হাজার বছর। এত দীর্ঘ সময়কাল নবি-রাসুল ব্যতীত পাড়ি দিতে হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদিকে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেও নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আলেমগণের ওপর। আলেমদেরকে ঘোষণা করেছেন নবিদের উত্তরাধিকারী হিসেবে। নবি-পরবর্তী গুরু-দায়িত্ব পালন করছেন তারা।

যুগে যুগে বহু মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা অনুপম বিশেষত্ব দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। নিজ অনুগ্রহে আল্লাহ তাদেরকে অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মূলত সাধারণ আত্মভোলা মানুষ—যারা শয়তানের প্ররোচনা ও ছলনায় সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে—তাদেরকে পুনরায় সঠিক পথে আনয়ন ও পরিচালিত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন তাদেরকে। পৃথিবীর ইতিহাসে নবি-রাসুলদের পর এমন বহু কামেল মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের মধ্যে শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. অন্যতম। তাসাওউফের জগতে যিনি পথিকৃত। আত্মশুদ্ধির যে সুমিষ্ট নহর তিনি প্রবাহিত করেছেন হাজার বছর অবধি মানুষ তার আঁজলা

Scanned with CamScanner

ভরে পান করছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীর বিদ্বান ব্যক্তিগণ যাকে স্মরণ করছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে। মানুষ ও মানবতার জন্য যার ছিল আকণ্ঠ ভালোবাসা।

ইতিহাস বিখ্যাত এই সাধক মনীষীর তিনটি গ্রন্থ রয়েছে। যার ব্যাপারে সকলে একমত যে, গ্রন্থগুলোর কথা ও লেখা তার। গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উপকারী বহু উপদেশ, যা মানুষের মন ও হৃদয়কে পরিবর্তন করতে সক্ষম। শাইখের প্রথম গ্রন্থ *আল ফাতহুর রব্বানি* বিভিন্ন মজলিসে শাইখের প্রদত্ত ওয়াজের সংকলন। সংকলিত ও মলাটবদ্ধ সেসব ওয়াজ থেকে উপকারী নসিহতসমূহ চয়ন করেছেন আরবের প্রখ্যাত লেখক শাইখ সালেহ আহমদ শামি। সংকলনটির তিনি নাম দিয়েছেন—*মাওয়ায়িযে শাইখ আবদুল কাদের জিলানি*—শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর উপদেশসমূহ।

শুরুতে নাতিদীর্ঘ পরিসরে শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর সমৃদ্ধ জীবনী সংযুক্ত করেছেন। অনুবাদে সেটিও যোগ করে দিয়েছি। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে বইটি প্রকাশ করেছে আরব বিশ্বের সুনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আল মাকতাবাতুল ইসলামি। এক উত্তীর্ণ রাতে বইটি পড়ছিলাম (পিডিএফ)। ছোটো-ছোটো সংক্ষিপ্ত উপদেশ। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায় এমন। একটি দুইটি তিনটি করে পড়তে থাকি। আর মুগ্ধ হতে থাকি। প্রতিটি শব্দ-বাক্য হৃদয়ে দারুণ রেখাপাত করছে। দীঘল রাতের অখণ্ড নীরবতা খানখান করে প্রতিটি উপদেশ আমার সাথে যেন ভরাট গম্ভীর কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে কথা বলে চলছে। বহু কথার সারনির্যাস প্রতিটি নসিহাহ। অনেক রাত পেরিয়ে গেলেও শেষ না করে রেখে দিতে ইচ্ছে করছিল না বইটি। পড়তে পড়তে তখনই সংকল্প জাগে, বইটির যদি অনুবাদ করা যায় তাহলে বাংলাভাষী পাঠকরা জগদ্বিখ্যাত শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.—যার নাম শুনেনি এমন বাঙালি মুসলমান খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে—এর উপকারী নসিহার সাথে পরিচিত হবে। পুরো গ্রন্থটি পড়ার পর পাঠকের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করবে বলে বিশ্বাস জাগল। সংকলন এবং প্রকাশক নির্ভরযোগ্য বিধায় প্রতিটি কথার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ রইল না মনে। অনুবাদ শুরু করি। এবং যথারীতি সমাপ্ত হয়। ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

Scanned with CamScanner

বইটি পড়ে যদি কোনো একজন পাঠক নিজেকে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করি। দুআ করি, বইটি যারা পড়বে তাদের সকলকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ করুন। তার প্রকৃত মারেফত লাভে ধন্য করুন। তাদের হৃদয়কে শাইখের ফুয়ুয ও বারাকাত দ্বারা সমৃদ্ধ করুন।

বইটি প্রকাশের আনন্দঘন মুহূর্তে স্মরণ করছি মুহতারাম আব্বাজান মুফতী রশীদ আহমদ দা. বা.-কে; প্রতিটি ভালো কাজে আমি যার অনুপ্রেরণা অনুভব করি। যিনি আমার সাহস ও প্রেরণার বাতিঘর। আল্লাহ তার সকল দ্বীনি খেদমতকে কবুল করুন। স্মরণ করছি প্রিয় দুই সহকর্মী বন্ধুবর তরুণ আলেমে দ্বীন মাওলানা হাফিজুর রহমান, মুফতী নুরুদ্দীন মাসরুর হাফি.-কে। সর্বদা সকল কাজে যাদের পাশে পাই। প্রিয় ছাত্র ওয়ালিদ হাসান; আল্লাহ তাকে ইলমে নাফে দান করুন। বইটি প্রকাশ করেছে হাসানাহ পাবলিকেশন লেখক, সংকলক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক সকলকে আল্লাহ কবুল করুন।

মুফতী জুবায়ের রশীদ
মুশরিফ (ইফতা)
মারকাযুল উলুম আল-ইসলামিয়া
উত্তরা, ঢাকা।

Scanned with CamScanner

আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর জীবনী

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

নাম : আবদুল কাদের ইবনে আবু সালেহ আবদুল্লাহ বিন জঙ্গি জিলানি। জন্মস্থান জিলের দিকে সম্পৃক্ত করে তাকে জিলানি বলা হয়। প্রসিদ্ধতম মতানুযায়ী ৪৭১ হিজরিতে ইসলামের এ মহান বুজুর্গ ও মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি পিতাকে হারান। পিতৃবিয়োগ অবস্থায় তার জীবনের সূচনা হয়। পিতাকে হারিয়ে মায়ের সাথে কাটতে থাকে অনাথ জীবনের প্রাথমিক দিনগুলো। যৌবনে পদার্পণ করে ইলম অর্জনের জন্য ইলমের রাজধানী বাগদাদ শহরে গমন করেন। ৪৮৮ হিজরিতে তিনি বাগদাদ এসে পৌঁছেন। সে বছরই ইমাম গাজালি রহ. মাদরাসায়ে নিজামিয়ার অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করে একাগ্রতা ও নির্জনতাকে বেছে নেন।

বাগদাদে আগমনের সময় মা তার হাতে চল্লিশ দিরহামের একটি থলে তুলে দেন। খরচ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য সর্বসাকুল্যে এ ছিল তার সম্বল। কিন্তু সেই টাকায় বেশিদিন চলেনি। অল্পদিন বাদেই তা শেষ হয়ে যায়। আর একটি কানাকড়িও নেই তার হাতে। অর্থাভাবে তখন নিদারুণ অর্থকষ্টে নিপতিত হন। এমন সময় বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। একে তো তার হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই। দ্বিতীয়ত শহরে দুর্ভিক্ষের হানা। চারদিকে খাদ্যসংকট দেখা দিলো প্রকটভাবে। বাগদাদের আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপদের ঘনঘটা। পরিচয়হীন বিশাল বাগদাদে এক ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হলেন তিনি। জীবনের কঠিনতম দিনগুলো তাকে ঘিরে ধরল শক্তভাবে।

বাগদাদের সেইসব কঠিন দিনগুলোর কিছু বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাতে অনুমান করা যায়, তখন কী গভীর ও ভয়াল সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। বেদনার্ত বর্ণনায় ভিজে ওঠে চোখ। কণ্ঠে এসে ভিড় করে সমূহ কান্নারা। শুকনো মৌসুমের ফসলি জমির মতো ফেটে চৌচির হয়ে যায় বুক। হৃদয়ে শুরু হয় কান্নার দাপাদাপি।

Scanned with CamScanner

তিনি বলেন, 'দুর্ভিক্ষের সেই কঠিন দিনগুলোতে আমি নদীর তীর ও উপকূল অঞ্চল থেকে বৃক্ষের পাতা, বিভিন্ন কাঁটাযুক্ত গাছ এবং পশু খায় এমন পরিত্যক্ত সবজি কুড়িয়ে খেতাম। ক্ষুধা নিবারণ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য হয়েছিল তখন। বাগদাদের সে ভয়াল দুর্ভিক্ষে আমি দারুণ বিপাকে পড়ি। চারদিক থেকে গভীর এক সংকট ঘিরে ধরে আমাকে। টানা কয়েক দিন এমন কেটেছে যে, আমি কিছুই খাইনি। বিশাল বাগদাদে খাবারের মতো কিছুই পাইনি। ক্ষুধার তাড়নায় পথে বেরিয়ে পড়তাম। রাস্তার ধারে, পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এঁটো খাবার কুড়িয়ে খেতাম। এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না তখন। জীবন বাঁচাতে হলে তা-ই খেতে হবে আমাকে। একদিনের কথা আমার বিশেষভাবে স্মৃতিতে মনে পড়ে। সেদিন দারুণ ক্ষুধার্ত আমি। খাওয়ার মতো কোথাও কিছু নেই। দীর্ঘ পথ হেঁটেও কিছুই পাইনি। প্রচণ্ড ক্ষুধায় প্রাণ বেরিয়ে পড়ার উপক্রম। উপায় না পেয়ে আমি নদীর তীরের দিকে যাই এই আশায় যে, সেখানে গিয়ে অন্তত বৃক্ষ থেকে পাতা ছিঁড়ে খেয়ে কোনো রকম ক্ষুধা নিবারণ করে জীবন বাঁচাব। কিন্তু বুকভরা আশা নিয়ে দ্রুত নদীর তীরে গেলাম। কিন্তু সেখানে সামান্য পাতাও আর অবশিষ্ট নেই। আমার পূর্বেই অন্যরা সব ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। সামান্য যা কিছু ছিল ক্ষুধার্ত মানুষের দল তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। নিদারুণ এ দৃশ্য দেখে লজ্জায় সেখান থেকে আমি পুনরায় ফিরে আসি শহরের দিকে।

ক্ষুধায় তখন আমি চোখে চারদিকে অন্ধকার দেখছি। চোখের আলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় শহরের পথ ধরে আমি হাঁটছিলাম। আর খোঁজ করছিলাম পথের ধারে কোথাও খাবারের উচ্ছিষ্ট বা অন্তত সবজির ছিলকা পড়ে আছে কি না কোথাও। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমি তাও পাচ্ছিলাম না। কোথাও যদি দূর থেকে সামান্য কিছু দেখতে পেতাম তাহলে দুর্বল ও ক্ষুধার্ত শরীর নিয়ে সেখানে পৌঁছার পূর্বেই অন্য কেউ এসে তা কুড়িয়ে নিত।

বিরস বদনে সেদিন হাঁটতে-হাঁটতে বাগদাদের রাইহান বাজারের পার্শ্ববর্তী মসজিদে এসে পৌঁছলাম। তখন আমি খুবই ক্লান্ত। একে তো ক্ষুধার্ত, তার ওপর খাবারের সন্ধানে দীর্ঘ সময় বাগদাদের পথ ধরে হাঁটা। আমি আমার শরীরের সাথে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। চোখে-মুখে শর্ষেফুল দেখছিলাম। ক্লান্ত ও অক্ষম দেহে আমি মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে এক

Scanned with CamScanner

কোণে চুপচাপ বসে থাকি। আমি তখন মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। অনেকের মতো আমিও দুর্ভিক্ষে মারা যাব ভাবছি। জীবনের ব্যাপারে আমার কোনো আশা ছিল না। মনে হচ্ছিল আজই বুঝি আমার শেষ দিন। এমন সময় একজনকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখি। তার হাতে ছিল মোটা রুটি ও রান্না করা গোশত। তা নিয়ে লোকটি অদূরে খেতে বসল। লোকটি যখন প্রতিবার রুটির টুকরো গোশতে মেখে মুখে পুরছিল প্রতিবারই আমার জিহ্বা বেরিয়ে আসছিল। সে এক টুকরো রুটির জন্য আমার জীবন তখন কণ্ঠাগত। শেষে আত্মসংবরণ করতে না পেরে আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কী খাচ্ছেন?' কথা শুনে লোকটি চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। এবং আমাকে তার সাথে খেতে ডাকল। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধার সময়ও দারুণ লজ্জা আমাকে আঁকড়ে ধরল। স্বাভাবিক লজ্জার দরুণ তখন আমি খেতে অস্বীকার করলাম। কিন্তু লোকটি আমাকে তাগাদা দিতে লাগল খাওয়ার জন্য। কিন্তু আমার স্বভাবজাত লজ্জা আমাকে কিছুতেই খেতে দিচ্ছিল না। লোকটিও নাছোড়বান্দা।

শেষে তার পীড়াপীড়িতে খেতে বাধ্য হলাম। রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরলাম। খাবারের মাঝে লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কোথা থেকে এসেছি? আমার পরিচয় কী?' সংক্ষিপ্তভাবে আমি আমার পরিচয় পেশ করলাম। বললাম, 'আমি জিল শহর থেকে এসেছি।' আমার কথা শুনে লোকটি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'আমিও জিল শহর থেকে এসেছি। আচ্ছা, তুমি কি এমন ব্যক্তিকে চিন লোকে যাকে আবদুল কাদের বলে ডাকে?' তার কথা শেষ না হতেই আমি বললাম, 'আমিই সে ব্যক্তি।' আমার কথা শুনে লোকটি আরও অস্থির হয়ে পড়ল। লোকটির চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল।

তারপর বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি যখন বাগদাদে পৌঁছেছি তখন আমার হাতে কিছু টাকা অবশিষ্ট ছিল। বাগদাদের পথে পথে আমি নিরন্তর তোমার খোঁজ করেছি। কিন্তু কেউ তোমার সন্ধান দিতে পারেনি। একদিন আমার খরচের সব টাকা শেষ হয়ে যায়। তারপর তিন দিন আমি না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাগদাদের পথে পথে কাটিয়েছি। আমার নিকট তোমার টাকা ব্যতীত আর কোনো টাকা ছিল না। অবশেষে উপায় না দেখে তোমার টাকা দিয়ে এই রুটি ও ভুনা গোশত ক্রয় করেছি। এ দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ না

Scanned with CamScanner

করলে আমি অবশ্যই মারা যেতাম। তাই তুমি ভালো করে খাও। কেননা, এই গোশত ও রুটি তো তোমার। তুমি আমার মেহমান হওয়ার পূর্বে আমি তোমার মেহমান হয়ে গেলাম।' আমি লোকটির কথা শুনে বিস্ময়বোধ করলাম। পুরো ঘটনা জানতে চাইলাম তার নিকট। তিনি বললেন, 'তোমার মা আমার নিকট তোমার জন্য আট দিরহাম পাঠিয়েছেন। সেই আট দিরহাম থেকে এই রুটি ও গোশত আমি ক্রয় করেছি। অনুমতি ব্যতীত আমি তোমার টাকা খরচ করে ফেলেছি, তাই ক্ষমা চাচ্ছি।'

তার কথা শুনে আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। এবং বাকি খাবারটুকু তাকে দিয়ে দিলাম। তিনি চলে গেলেন। মসজিদে বসে আমি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

শিক্ষাজীবন

৪৮৮ হিজরিতে বাগদাদে মূল শিক্ষাজীবনের সূচনা করেন। তৎকালীন পৃথিবীতে বাগদাদ ছিল ইলমের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামি সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজধানী তখন বাগদাদ। প্রত্যেক শাস্ত্রের উলামায়ে কেরামের মিলনমেলা ছিল। আকাশে যেমন বহু বহু নক্ষত্রের সমাহার। অফুরান তৃষ্ণা বুকে নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা ইলম অর্জন করতে ছুটে আসত বাগদাদে। পাঠশালাগুলো ছিল লোকে লোকারণ্য। আশ্রয় দিতে দারুণ হিমশিমে পড়তে হতো। বিশালায়তন জায়গাও যথেষ্ট হতো না তখন।

আবদুল কাদের জিলানি রহ. ফকিহ ও হাদিসের মজলিসে বসতেন। এ দুটি বিষয়ে অধিক পারদর্শী যারা তাদের দরসে তিনি অধিকহারে অংশগ্রহণ করতেন। এক আসর থেকে আরেক আসরে ছুটে বেড়োতেন ক্লান্তিহীন। জীবনের ত্রিশ বছরের বেশি সময় তিনি বাগদাদের বিভিন্ন পাঠশালায় শিক্ষার্থী হিসেবে কাটান। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি অনেক বিষয়ে ইলম অর্জন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ফিকহ ও হাদিসের বাহিরে ইলমে সুলুক ও ইলমে তাসাওউফ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ইবনে রজব '*তাবকায়ে হানাবেলা*' গ্রন্থে বলেছেন, আবদুল কাদের জিলানি রহ. তেরটি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। একেক দরসে একেক বিষয়ে পড়াতেন। এক দরসে তাফসির, এক দরসে হাদিস, এক দরসে ফিকহ, এক দরসে ইখতেলাফি মাসআলা, এক দরসে নাহু। সকাল থেকে জোহর অবধি চলত

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঠদান। জোহরের পর ইলমুল কিরাতের ওপর দরস দিতেন। তিনি হাম্বলি ও শাফেয়ি মাজহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। [শাইখ আবুল হাসান আলি নদভি প্রণীত *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ-দাওয়াহ*; পৃষ্ঠা : ২৫৮]

তার দরসে ছাত্রদের পাশাপাশি অনেক বড়ো বড়ো আলেম এসে হাজির হতেন। বহু দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসতেন শাইখের দরসে বসার জন্য। সমকালীন বাগদাদে তার দরস অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সে সময়ে বাগদাদের যে সকল বরেণ্য উলামায়ে কেরাম তার দরসে উপস্থিত হতেন তাদের মধ্যে হাফেজ আবুল আব্বাস আহমদ অন্যতম। তিনি বলেন, 'শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর মজলিসে আমি এবং শাইখ জামালুদ্দিন উপস্থিত হলাম। দরসে একটি আয়াত তিলাওয়াত করা হলো। হজরত শাইখ প্রথমে আয়াতটির একটি ব্যাখ্যা পেশ করলেন। আমি জামালুদ্দিনকে বললাম, ব্যাখ্যাটি আপনি স্মরণ রাখুন। তারপর অন্য আরেকটি ব্যাখ্যা পেশ করলেন। বললাম, এই ব্যাখ্যাটি আমি স্মরণ রাখব। তিনি বললেন, ঠিক আছে। অতঃপর পঠিত আয়াতটির একের পর এক ব্যাখ্যা তিনি পেশ করতে লাগলেন। আর প্রতিবারই আমি বলতে থাকি, আমি এই ব্যাখ্যাটি স্মরণ রাখব। শাইখ জামালুদ্দিন বলতেন, ঠিক আছে। তারপর শাইখ আরেকটি ব্যাখ্যা পেশ করলেন। আমি বললাম, এ ব্যাখ্যাটি আমি স্মরণ রাখব। এবার জামালুদ্দিন বললেন, না, এটি আমি স্মরণ রাখব। এভাবে শাইখ একটি আয়াতের চল্লিশটি ব্যাখ্যা পেশ করলেন।'[২]

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর ইলমের মাকাম সম্পর্কে ইমাম নববি রহ. বলেন, 'শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. বাগদাদে শাফেয়ি ও হাম্বলি মাজহাবের ইমামদের শাইখ ছিলেন। সে সময় বাগদাদের ইলমের কর্তৃত্ব তার হাতে ছিল। তৎসময়ে তিনি ছিলেন বাগদাদের সবচেয়ে বড়ো আলেম। তার ছাত্রের সংখ্যা ছিল অগণিত। কোনো মাসআলার ব্যাপারে তিনি যে মত পেশ করতেন, সেই মতের ওপর উলামায়ে কেরামের ইজমা হতো। তার দেওয়া মতের দিকে সকলে ফিরে আসতেন। [*রিজালুল ফিকরি ওয়াদ-দাওয়াহ*; পৃষ্ঠা : ২৯৯]

---

২. ড. আবদুর রাজ্জাক আল কিলানি প্রণীত *শাইখ আবদুল কাদের জিলানি*; পৃষ্ঠা : ১৭০

Scanned with CamScanner

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর ইলমের গভীরতা ও প্রশস্ততা জানার জন্য একটি ঘটনাই যথেষ্ট। তার ছেলে শাইখ আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'একবার বাগদাদের আলেমদের নিকট একটি মাসআলার সমাধান চাওয়া হলো। কিন্তু বাগদাদ ও ইরাকের কেউ সে মাসআলার জবাব দিতে পারছিলেন না। মাসআলাটি হলো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার শপথ করল। তার শপথটি ছিল, সে এমন ইবাদত করবে যা অন্য মানুষ করবে না। আর তা এমন সময়ে করবে যেন একসাথে তার দুটি ইবাদত আদায় হয়। তাহলে এখন এ ব্যক্তি কোন ইবাদত করবে যার দ্বারা সে কসম থেকে মুক্ত হবে?

মাসআলা আমার পিতার কাছে নিয়ে আসা হলো। আমার পিতা মুহূর্তে সে মাসআলার সমাধান দিয়ে দিলেন। উত্তরপত্রে তিনি লিখলেন, সে ব্যক্তি মক্কা মুকাররমায় আসবে। তার জন্য তাওয়াফের জায়গা খালি করে দেওয়া হবে। এবং কাবার চারপাশে সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। তাহলে সে তার শপথ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সমাধান পেয়ে লোকটি মক্কায় চলে গেল।'[৩]

ওয়াজ ও পাঠদান

আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর উস্তাদ শাইখ আবু সাইদ মাখরামি হাম্বলি রহ. বাগদাদে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আবদুল কাদের জিলানি রহ. সেখানে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হোন। হাম্বলি মাজহাবের পাঠদান দিতেন। ৫২১ হিজরির শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন।

শাইখ মাখরামি মৃত্যুর পূর্বে তার ছাত্রদের মাঝে আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর চেয়ে অধিকতর যোগ্য আর কাউকে পাননি। ফলে তার হাতেই তিনি মাদরাসার দায়িত্ব অর্পণ করেন। শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. পূর্ণ উদ্যমে পাঠদান, ফতোয়া, ওয়াজ ও অন্যান্য দ্বীনি কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। সর্বত্র মাদরাসার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দিক-দিগন্ত থেকে ছুটে আসতে থাকে ইলম পিপাসু এবং সাধারণ লোকজন।

ফলে মাদরাসার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। তাই মাদরাসা থেকে বেরিয়ে তিনি ইদগাহে দরস দিতে শুরু করেন। মাদরাসাটি আরও প্রশস্ত করা হলো।

---

৩. ড. আবদুর রাজ্জাক আল কিলানি প্রণীত *শাইখ আবদুল কাদের জিলানি*; পৃষ্ঠা : ১৭০

Scanned with CamScanner

নতুন ভবন নির্মাণ করা হলো। দরিদ্র ও অভাবী ছাত্রদের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ করা হলো। এবং শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর নামে নামকরণ করা হলো মাদরাসাটি। আজও ইরাকের বাগদাদ শহরে মাদরাসাটি স্ব-মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। কাদিরিয়া মাদরাসা নামে পরিচিত।

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. ওয়াজের মজলিসে অধিক সুখ্যাতি লাভ করেন। বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা ছুটে আসত তার ওয়াজের মজলিসে। লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠত তার প্রতিটি মজলিস। সমাজ বিনির্মাণে তার ছিল বিশেষ অবদান। পাঁচ হাজার মানুষ তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। বিশ হাজারের অধিক মানুষ তার হাতে তওবা করে।

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. তার পাঠদান শুরু করেছিলেন মাত্র দুই তিন জনের মাধ্যমে। তারপর ধীরে ধীরে দরসের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন শহর থেকে ছাত্ররা হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার দরসে। এমনকি একপর্যায়ে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি মাদরাসা থেকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। বাগদাদের পার্শ্ববর্তী এক দরিদ্র আশ্রমে দরস দিতে শুরু করেন।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, শাইখ কেন দরস-তাদরিস থেকে ওয়াজ-নসিহতের দিকে মনোনিবেশ করলেন? এর জবাব হলো, সে যুগের আলেম ও ফকিহগণ উচ্চতর বিষয়ে দরস প্রদানে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। প্রায় সকলে ইলমে হাদিস ও ফিকহের মতো অন্যান্য উচ্চতর পাঠদানে মনোনিবেশ করলেন। সাধারণ মানুষ আলেমদের থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। তাদের নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মতো আলেম ছিল খুবই কম। তখন সমাজে নৈরাজ্য দেখা দিলো। লোকেরা দ্বীন থেকে সরে বিপথগামী হতে লাগল। সাধারণ মানুষের হাল ধরার জন্য তেমন কেউ ছিল না, যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেবে। তখন শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. সেসব পথহারা সাধারণ মানুষের দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করলেন। তাদের হাল ধরলেন তিনি। তাদেরকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা দিতে লাগলেন। এজন্যই মূলত ওয়াজ-নসিহতের দিকে তার অত্যধিক মনোনিবেশ করা।

Scanned with CamScanner

শাইখ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর মজলিসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তিনি ছিলেন অত্যধিক মেধাবী। শারীরিক দিক দিয়ে ছিলেন শক্তিশালী। ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী। দুনিয়াবিমুখ, অল্পে সন্তুষ্ট এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত।'

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. তার মজলিসে দুর্বল ঈমানদারদের ঈমান ও ইয়াকিনের বলে বলীয়ান করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আর সন্দেহপোষণকারীদের স্থির ও ঈমান-ইয়াকিনের প্রতি সমর্পিত করার চেষ্টা করতেন। যারা বাস্তবতার প্রতি আসক্ত এবং শিক্ষানবিশ তাদেরকে সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত করতেন। ওয়াজ-নসিহতের সময় সামান্য রসিকতাও করতেন। বেকার ও পেশাজীবী, যাদের ঈমান পরিপূর্ণ নয়, তাদেরকে আমল ও জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। বিশেষভাবে তিনি ওয়াজে ওই সকল লোকদের হেদায়েত করার প্রতি জোর চেষ্টা করতেন যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, বিলাসী জীবনযাপন এবং সর্বদা পাপাচার ও হারামে লিপ্ত থাকত।

মোটকথা, শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর মজলিসের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি তার ওয়াজে প্রত্যেক শ্রেণির লোকদের সংশোধন করার প্রয়াস চালাতেন। ফলে বিপথগামী লোকেরা পেত সঠিক পথের সন্ধান। অন্ধকার থেকে তারা আলোর দিকে পরিচালিত হতো। তারা অজ্ঞতা ও অন্ধকার কূপ থেকে ইলম ও ঈমানের সুউচ্চ স্তম্ভে আরোহণ করত।

রচনাসম্ভার

অত্যধিক ব্যস্ততার দরুণ লেখালেখি ও রচনার জন্য আলাদা করে সুযোগ বের করতে পারতেন না। দরস, ওয়াজ-নসিহতেই কেটে যেত নিত্যকার দিন। দিনের প্রায় অংশ তিনি দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্র এবং সাধারণ মানুষদের আত্মিক সংশোধনে ব্যয় করতেন। তাই লেখালেখি ও রচনার জন্য পৃথক সময় বের করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। অতি ব্যস্ততায় কখনো কখনো লেখালেখিতে ভীষণ অনাগ্রহ প্রকাশ করতেন।

মুসলিম মনীষীগণ তখন বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি করছিলেন। জ্ঞানের সকল শাখায় রচিত হচ্ছিল বহু গ্রন্থ। মুসলিম গ্রন্থাগার আর কোনো নতুন কিতাবের মুখাপেক্ষী ছিল না। কিন্তু তখনকার মুসলিম সমাজে এমন একজন

Scanned with CamScanner

দাঈ ও সমাজ সংস্কারকের প্রয়োজন ছিল যিনি মানুষের ক্ষয়ে যাওয়া অন্তরকে আত্মশুদ্ধির ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তুলবেন। মুসলিম সমাজের ওপর আপতিত বিভিন্ন সমস্যা ও অশান্তি দূর করবেন। শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. ছিলেন এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও জাগ্রত। তাই তিনি সমাজ সংস্কার এবং মানুষের হৃদয় নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শতাব্দী পরম্পরায় পৃথিবী আজও তার কর্ম ও অবদানের সুমিষ্ট ফল ভোগ করছে।

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর লেখালেখির পরিমাণ খুব বেশি নয়। কিছু কিছু গ্রন্থ তার দিকে সম্পৃক্ত করা হলেও সেগুলো সম্পর্কে প্রকৃত সত্যতা জানা যায় না। তিনটি গ্রন্থ আছে যার ব্যাপারে সকলে একমত যে, গ্রন্থ তিনটি তার রচিত। *গুনয়াহ*, *ফাতহুর রব্বানি*, *ফুতুহুল গায়ব*।

তার প্রথম গ্রন্থ '*গুনয়া লি তালিবি তারিকিল হক*' গ্রন্থটি আমাদেরকে ইমাম গাজালি রহ. প্রণীত *ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন* গ্রন্থকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর এ গ্রন্থটি ইমাম গাজালি রহ.-এর *ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন* গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত। এ গ্রন্থে তিনি ফিকহ, আখলাক এবং সুলুকের তরিকাসমূহ জমা করেছেন। সর্বপ্রথম ইবাদতসংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। অতঃপর ইসলামি শিষ্টাচার নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দোয়ার আদব এবং দিন ও মাসের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারপর নফল আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং মুজাহিদ ও মুরিদদের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা এবং উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে কিতাব সমাপ্ত করেছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থ '*আল ফাতহুর রব্বানি ওয়াল ফায়জুর রহমানি*' গ্রন্থটি শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর ওয়াজ ও নসিহতসংক্রান্ত আলোচনা। বিভিন্ন মজলিসে প্রদত্ত শায়খের ওয়াজের সংকলন। সর্বমোট ৬২টি মজলিসে প্রদত্ত ওয়াজের সংকলন করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। আরও সংযুক্ত করা হয়েছে শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর মজলিসের রীতি-নীতি সম্পর্কিত আলোচনা। শেষে শাইখের দেওয়া বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব সংযোজন করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় গ্রন্থ *'ফুতুহুল গায়ব'* গ্রন্থে সুলুক ও আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও লিখনপদ্ধতি *ফাতহুর রব্বানি* গন্থের অনুরূপ। গ্রন্থটিতে কিছু কবিতা আছে, যেগুলো তিনি রচনা করেছেন বলে গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কবিতাগুলোতে ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু কুফর-শিরক ও ভ্রান্তপূর্ণ কথা আছে। কিন্তু কবিতাগুলো আবদুল কাদের জিলানি রহ. রচনা করেননি এ ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা শাইখ ইবনে তাইমিয়া রহ. আলোচ্য গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। যে গ্রন্থে এমন শিরক ও ভ্রান্ত কবিতা আছে সে গ্রন্থের প্রশংসা ইবনে তাইমিয়া রহ. কখনোই করতে পারেন না। তাই এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়, সংযুক্ত কবিতাগুলো শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর রচিত নয়। গ্রন্থটির আসল কপিতে কবিতাগুলো ছিল না। পরবর্তীতে কেউ একজন সংযোজন করে দিয়েছে। ড. সাইদ ইবনে মুসাফফার কাহতানি তার গ্রন্থ *'শাইখ আবদুল কাদের জিলানি'*তে এমনটিই বলেছেন।

ইন্তেকাল

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. কিছুটা অসুস্থ হলেন। মাত্র এক দিন ও এক রাত পর্যন্ত দীর্ঘায়ত ছিল অসুস্থতা। এ সামান্য অসুস্থ শরীরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সময়টি ছিল ৫৬১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের দশ তারিখ।

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ. ৯০ বছর বেঁচে ছিলেন। জীবনের পূর্ণ সময় তিনি মানুষ ও সমাজ সংস্কারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষা ও সংশোধন ছিল তার জীবনের ব্রত। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সন্তান আবদুল ওয়াহহাবকে ওসিয়ত করে বলেছেন, 'তাকওয়া অবলম্বন করো। সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করো। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করো না। আল্লাহ ব্যতীত কারও নিকট কখনো কিছু আশা করো না। সমস্ত প্রয়োজন কেবল আল্লাহর নিকট অর্পণ করো। যা চাওয়ার তার কাছে চাও। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ওপর ভরসা করো না। নির্ভরশীল হও একমাত্র আল্লাহর ওপর। আল্লাহর তাওহিদকে হৃদয়ে ধারণ করো।'

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর অপর সন্তান মুসা বলেন, 'মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি অস্ফুট স্বরে বলেন, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা

Scanned with CamScanner

করছি। যিনি চিরঞ্জীব, পূত ও পবিত্র, যিনি মৃত্যুবরণ করেন না এবং মৃত্যুর আশাও করেন না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার ওপর অগণিত রহমত বর্ষণ করুন।'[৪]

বড়োদের মূল্যায়ন

ইমাম ইবনে কুদামা রহ.

৬১ হিজরিতে আমি বাগদাদ শহরে গমন করি। তখন আবদুল কাদের দরস-তাদরিস, ইলম-আমল ও ফতোয়া প্রদানে সর্বোচ্চ আসনে অবস্থান করছিলেন। বাগদাদে তখন প্রভূত ইলমের অধিকারী বহু আলেম থাকা সত্ত্বেও তালিবুল ইলমগণ একমাত্র তার প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। দলে দলে তারা ভিড় করছিল তার দরবারে। শাইখ আবদুল কাদেরের চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কাউকে আমি দেখিনি।

ইবনে হাজর আসকালানি রহ.

শাইখ আবদুল কাদের জিলানি শরিয়তের সকল আইন-কানুনের ব্যাপারে ছিলেন অটল ও অবিচল। তিনি লোকদেরকে শরিয়তের দিকে আহ্বান করতেন। এবং বিরত রাখতেন শরিয়তের বিরোধিতা থেকে।

ইমাম ইবনে রজব রহ.

তিনি শাইখুল আসর, সুলতানুল মাশায়েখ, আলেমদের আদর্শ, দ্বীনের পুনর্জীবন-দানকারী। তার আবির্ভাব ছিল মানুষের জন্য। তার আগমনে বিজিত হয়েছে ইসলাম ও শরিয়ত। পরাজিত হয়েছে বিদআত ও পাপাচার। তার কথা ও বাণী ছড়িয়ে পড়েছে দিক-দিগন্তে। সমাধান জানার জন্য লোকরা ছুটে আসত বহু দূর-দূরান্ত থেকে। রাজা-বাদশাহরা পর্যন্ত ভয় পেত তাকে।

---

৪. আল ফাতহুর রব্বানী; পৃষ্ঠা: ৩৭৩]

Scanned with CamScanner

হাফেজ ইবনে কাসির রহ.

হাদিস, ফিকহ, ওয়াজ এবং মারেফতে তার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। উত্তম আদর্শের অধিকারী ছিলেন। লোকদের তিনি সৎকাজের আদেশ করতেন। নিষেধ করতেন অসৎকাজ থেকে। মোটকথা, তিনি ছিলেন সমকালীন উলামা-মাশায়েখের নেতা।[৫]

ইমাম জাহাবি রহ.

শাইখ আবদুল কাদের ছিলেন আলেম, যাহেদ, আরেফ, শাইখুল ইসলাম, ইলমুল আউলিয়া।[৬]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া রহ.

বড়ো বড়ো শাইখদের কথা ও বাণী শাইখ আবদুল কাদের এবং তার মতো অন্যান্য শাইখদের কথা ও বাণীর মতো।[৭] শাইখ আবদুল কাদের ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম ও শাইখ।[৮]

প্রসিদ্ধ সুফি ও মাশায়েখ হলেন তারা, যারা জুনাইদ বাগদাদি ও শাইখ আবদুল কাদের প্রমুখ ব্যক্তিদের ন্যায়। লোকদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধের ক্ষেত্রে।[৯]

আবুল হাসান আলি নদভি রহ.

শাইখ আবদুল কাদের জিলানির আবির্ভাব হয়েছে বাগদাদে। তিনি ছিলেন দ্বীনের নেতৃত্ব-দানকারী। দাওয়াত ইলাল্লাহর ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য ও অনুপম এক ব্যক্তিত্ব। তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ইসলামি বিশ্ব। তিনি বিশ্বময় যে প্রভাব বিস্তার করেছেন দীর্ঘকাল পর্যন্ত আর কেউ তা পারেনি।[১০]

---

৫. ড. আবদুর রাজ্জাক কিলানি প্রণীত; *শাইখ আবদুল কাদের জিলানি*, পৃষ্ঠা : ২৯৫
৬ . সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২০/৪৩৯
৭. ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ১০/৩৬৩
৮. *ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া* : ৮/৩৬৯
৯. ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ৮/৩০৬
১০. রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ : ২৫২

Scanned with CamScanner

আল্লাহর নিকট সমর্পণ

হে বৎস! আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করো। আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর যে প্রশ্ন উত্থাপন করে তার দ্বীন মরে যায়। তার তাওহিদ মরে যায়। তার তাওয়াক্কুল মরে যায়। মরে যায় তার আমলের ইখলাস।

মুমিনের হৃদয় কখনো আল্লাহর সিদ্ধান্তে কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপন করে না। মুমিন জানতে চায় না আল্লাহ এমনটি কেন করেছেন? কীভাবে করেছেন?

প্রকৃত মুমিন তো সে যে সর্বদা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে এবং ভরসা করে একমাত্র তার ওপর।

আত্মশুদ্ধি

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করো। কেননা, যখন তোমাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে, তখন তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। আর এজন্যই দু-জাহানের বাদশাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখো! নিশ্চয় দেহে একটি অংশ রয়েছে, তা পরিশুদ্ধ হলে পুরো দেহ পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো! তা হলো কলব বা আত্মা।[১১]

আত্মশুদ্ধি হলো তাকওয়া তথা খোদাভীতি। সকল কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা, তার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন এবং ইখলাসের সাথে আমল করা।

---

১১ [*বুখারী*; হাদীস : ৫২, *মুসলিম*; হাদীস : ১৫৯৯]

Scanned with CamScanner

অন্তরের অস্থিরতা

আত্মার অস্থিরতা এ নয় যে, তুমি কী খাবে, কী পান করবে, কী পরিধান করবে, কোথায় বসবাস করবে এবং আগামীকালের জন্য কী সঞ্চয় করবে। এসব তো হলো তোমার নফসের অস্থিরতা। তোমার অন্তরে বিদ্যমান লোভের তাড়না।

অথচ অন্তরের অস্থিরতা হলো প্রকৃত সত্যকে অন্বেষণ করা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে একনিষ্ঠভাবে খোঁজ করা। সকল কাজে তার সন্তুষ্টি এবং বিশেষ নৈকট্য অর্জন করাই হলো অন্তরের অস্থিরতা।

তোমার অস্থিরতা কোন বিষয়ে? কোথায় নিবদ্ধ করেছ তোমার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু?

তোমার অস্থিরতা হবে একমাত্র তোমার প্রভু এবং তোমার প্রভুর নিকট যে অফুরন্ত নেয়ামত রয়েছে তার জন্য।

জেনে রেখো! দুনিয়ার বিকল্প আছে, তা হলো আখেরাত।

সৃষ্টিরও বিকল্প আছে, তা হলো স্রষ্টা।

যখনই দুনিয়াতে তুমি কোনোকিছু পরিত্যাগ করবে, তার উত্তম প্রতিদান তুমি আখেরাতে পাবে। এরচেয়ে সুন্দর মোড়কে। আরও অধিকতর মুগ্ধতায়।

তোমার জীবনের আর কতটুকুই-বা অবশিষ্ট আছে। আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার দরজায় আগমনের পূর্বেই।

Scanned with CamScanner

কালিমার নিগূঢ় তত্ত্ব

যে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের মধ্যে তুমি আকণ্ঠ ডুবে আছ, তা নিয়ে অধিকতর আনন্দিত হয়ো না। খুব দ্রুতই এ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,'তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা নিয়ে আনন্দিত, তখনই আমি আকস্মিক তাদেরকে পাকড়াও করি।' [সুরা আনআম : ৪৪]

দুনিয়াতে তুমি যা কিছু তৈরি করেছ সেসবের কোনো স্থায়িত্ব নেই। তুমি চিরদিন তা ভোগ করতে পারবে না। সুতরাং বস্তুর মোহ ও চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে এসো দুনিয়ার সকল লালসা ও মুগ্ধতা ছেড়ে এক আল্লাহর দিকে। তিনি দিন-রাত ও সকাল-সন্ধ্যা ডাকছেন তোমাকে।

তুমি মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আত্মতৃপ্তিতে আছ। স্মরণ রেখো! এ তোমার বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না; যদি না এর সাথে ঈমানের অন্যান্য শর্ত পূরণ করো।

কেননা, ঈমান হলো মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আমল উভয়টির নাম।

তুমি যদি অন্যায়-পাপাচারে নিমজ্জিত হয়ে প্রভুর বিরোধিতায় সদা ডুবে থেকে, পথভ্রষ্টতার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকো, তাহলে তোমার ঈমান কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাকে কবুল করবেন না। তুমি নামাজ ছেড়ে দিয়েছ, রোজা রাখোনি, আদায় করোনি জাকাত-সদকা এবং অন্যান্য সৎকাজেও তুমি প্রচণ্ড উদাসীন। তাহলে বলো, কী উপকারে আসবে তোমার এই মৌখিক কালিমা?

যখন তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে, তখন তুমি একটি দাবি করেছ মাত্র।

ওপর থেকে ডাক আসে, হে ঈমান আনয়নকারী! তোমার কি আর কোনো প্রমাণ আছে?

প্রমাণ কী?

Scanned with CamScanner

ঈমানের প্রমাণ হলো, সৎকাজের আদেশ করা। অসৎকাজে নিষেধ করা। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা। তাকদির তথা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর নিজেকে সঁপে দেওয়া।

এসবই হলো প্রমাণ। এসবই হলো দাবি।

আর তোমার এ সমস্ত আমল তখনই কবুল করা হবে, যখন তোমার মাঝে ইখলাস থাকবে।

জেনে রেখো! আমলবিহীন কোনো কথা কবুল করা হবে না। কবুল করা হবে না ইখলাসবিহীন কোনো আমল।

ইখলাসের পরিচয়

ইখলাস হলো, যখন তুমি মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা কোনোটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। তাদের প্রশংসা ও নিন্দা উভয়টি তোমার নিকট বরাবর মনে হবে। তুমি তাদের সহায়-সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হবে না। তোমার সবকিছু হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার জন্য।

সৃষ্টির সেবা

তোমরা দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি সমব্যথী হও। দয়ার্দ্র হও তাদের অসহায়ত্বের ওপর। তোমাদের মাল দিয়ে তাদের অভাব মোচন করো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো ভিক্ষুককে দরজা থেকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না। অল্প কিছু হলেও তার হাতে তুলে দাও। মনে রেখো, এ তোমার প্রতি তোমার রবের একান্ত করুণা যে, তার সমগ্র সৃষ্টির সেরা একজনকে পাঠিয়েছেন তোমার দরজায়। সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বরণ করে নাও।

Scanned with CamScanner

অভাবীকে দান করার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করো। আল্লাহর অনুগামী হও। তিনি কোনো যাচনাকারীকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেন না। তোমরাও ফিরিয়ে দিয়ো না।

তোমরা তোমাদের প্রভুর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো। তিনি তোমাদেরকে সম্পদ দান করেছেন এবং দিয়েছেন দান করার সক্ষমতা।

দুর্ভোগ তোমার জন্য; যখন কোনো ভিক্ষুক শূন্য হাতে তোমার দরজা থেকে ফিরে যায়। অথচ তাকে দেওয়ার মতো সক্ষমতা ছিল তোমার। আল্লাহ তার এক বান্দাকে তোমার দুয়ারে পাঠিয়েছেন, কীভাবে তুমি তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিলে?

তুমি আমার নিকট আনুগত্য করো এবং ক্রন্দন করো, কিন্তু যখন কোনো দরিদ্র ব্যক্তি আসে তোমার নিকট, তখন তোমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে যায়। শূন্য হাতে তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও। এর দ্বারা বোঝা গেল, তোমার আনুগত্য এবং ক্রন্দনের মাঝে ইখলাস ছিল না।

গন্তব্য কোথায়

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ভারি লজ্জিত হোন, যখন তিনি তোমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করার পরও তুমি নিজেকে তার আনুগত্যে প্রস্তুত করো না। তিনি তোমার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে দিয়েছেন তথাপিও তুমি তার দিকে অগ্রসর হচ্ছ না। এ কি নিদারুণ লজ্জা নয়? শীতল মস্তিষ্কে ভেবো।

তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল দুয়ার বন্ধ করে দাও। খুলে দাও আল্লাহ এবং তোমার মধ্যকার বদ্ধ দুয়ার। একান্তভাবে তুমি আল্লাহর নিকট তোমার সকল অপরাধ স্বীকার করো। তার নিকট তোমার অক্ষমতা পেশ করো। অতঃপর এ কথার ওপর বিশ্বাস অর্জন করো যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই, যে তোমার অনিষ্ট করবে, তোমার উপকার করবে। কেউ নেই, যে তোমাকে দান করবে। কেউ নেই, যে তোমাকে দেওয়া থেকে বিরত রাখবে। কেবলই তিনি। যিনি ব্যতীত কেউ নেই আর।

Scanned with CamScanner

এ বিশ্বাস যখন অর্জন করতে পারবে, তখনই তোমার হৃদয়ের অন্ধত্ব দূরীভূত হবে। তুমি হবে তখন চক্ষুষ্মান ও প্রকৃত জ্ঞানী।

অহমিকার চিকিৎসা

তুমি কখনো তোমার আমল নিয়ে অহংকার করো না।

কেননা অহংকার আমলকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। ধ্বংস করে দেয় আমলের বিশাল পাহাড়কে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে এবং কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে তার দেহ-প্রাণ, তার হৃদয় থেকে আমলের অহমিকা মুছে যায়। তাই আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথা বেশি করে স্মরণ করো, যা তিনি তোমার ওপর ঢেলে দিয়েছেন বৃষ্টির মতো।

সংস্পর্শের প্রভাব

তুমি সকল প্রকার অসৎ সংস্পর্শ ত্যাগ করো। খারাপ ব্যক্তিদের সাথে উঠা-বসা ছিন্ন করো। তোমার এবং তাদের মধ্যকার সকল হৃদ্যতা মিটিয়ে ফেলো।

অসৎ সংস্পর্শ ত্যাগ করে সৎ ও নেককার বান্দাদের সাথে সম্পর্কের নতুন সেতু তৈরি করো।

তুমি তোমার নিকটস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিহার করো, যদি তারা মন্দ হয়। দূরের ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করো, যদি তারা হয় সৎ ও নেককার।

প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যাকে তুমি ভালোবাসো, তার দূরত্ব তোমার কাছে নৈকট্য মনে হবে। সুতরাং ভেবে দেখো, তুমি কাকে ভালোবাসো।

Scanned with CamScanner

তাওহিদের সূর্য

তুমি রাতে কাঠ বহনকারী ব্যক্তির মতো দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরো না, যে জানে না, সে তার হাতে কী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাকে রাতে কাঠ বহনকারী ব্যক্তির মতোই দেখছি। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে চাঁদ নেই। নেই জোছনার মর্মর। ধ্বংসাত্মক বালুকাময় উপত্যকা এবং প্রাণনাশকারী জীবজন্তুর মাঝে যে-কোনো সময় তুমি মৃত্যুর আশঙ্কা করছ।

তুমি তোমার সকল কাজ তাওহিদ, শরিয়ত এবং তাকওয়ার সূর্যরশ্মিতে করো। কেননা এই সূর্যরশ্মি তোমাকে প্রবৃত্তি, নফস, শয়তান, শিরকের ধূম্রজাল থেকে রক্ষা করবে।

নিফাক

নিফাকের উপমা হলো, যে গৃহের দরজা হলো তাওহিদ কিন্তু গৃহভর্তি শিরক।

দুর্ভাগ্য তোমার জন্য; তোমার জিহ্বা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু তোমার অন্তর বহু পাপাচারে লিপ্ত। তোমার জিহ্বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, কিন্তু অন্তর করে নাফরমানি। আল্লাহর সিদ্ধান্তে আপত্তি উত্থাপন করে।

দুর্ভাগ্য তোমার জন্য; নিজেকে তুমি তার বান্দা বলে দাবি করো কিন্তু তাকে ব্যতীত অন্যের আনুগত্য করো।

যদি তুমি প্রকৃতই আল্লাহর বান্দা হও, তাহলে তার দিকে ফিরে এসো এবং তার মাঝে নিজেকে সমাহিত করো।

Scanned with CamScanner

জীবনের দুয়ার

তুমি তোমার অনুভূতিকে জাগ্রত করো। জাগ্রত করো ঘুমন্ত সত্তাকে। জীবনের দুয়ার যতক্ষণ খোলা আছে, ততক্ষণ তাকে গনিমত মনে করো। অচিরেই সে দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া হবে।

যতদিন সামর্থ্য আছে, ততদিন সৎকর্ম করাকে অশেষ গনিমত মনে করো।

গনিমত মনে করো তওবার দুয়ারকে। সে দুয়ার বন্ধ হওয়ার পূর্বেই দ্রুত সেখানে প্রবেশ করো।

যতদিন প্রার্থনার দুয়ার খোলা আছে, ততদিন গনিমত মনে করো তাকে। একদিন আকস্মিক তা বন্ধ হয়ে যাবে।

সৎ ব্যক্তিগণ যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন তাদের সংস্পর্শকে গনিমত মনে করো। অচিরেই তারা হারিয়ে যাবেন; সন্ধ্যা হলে সূর্য যেমন হারিয়ে যায়।

মুখ ও অন্তর

আমল ব্যতীত শুধু মুখের কথা তোমাকে এক কদমও সামনে অগ্রসর করবে না। যারা বলে কিন্তু আমল করে না, আল্লাহ তাদের ভীষণ অপছন্দ করেন। জেনে রেখো, হৃদয়ের ভ্রমণই প্রকৃত ভ্রমণ। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শরিয়তের সীমানার ভেতর আবদ্ধ রেখে হৃদয় দিয়ে আমল করা এবং আল্লাহ ও তার সকল সৃষ্টির সামনে বিনয়ী হওয়াই সত্যিকারের আমল।

যে ব্যক্তি নিজেই নিজের মর্যাদার কথা বলে বেড়ায়, আদতে তার কোনো মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি মানুষের সামনে তার আমলকে উন্মোচন করে দিয়েছে পরকালের জন্য তার কোনো আমল অবশিষ্ট নেই।

আমল গোপনে করার জিনিস। মানুষের সামনে প্রকাশ্যে বলে বেড়ানোর বিষয় নয়।

Scanned with CamScanner

প্রভুর ভান্ডার

আল্লাহর সাথে কখনো শিরক করো না। ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সমকক্ষ বানিয়ো না কাউকে। তাওহিদকে মনে-প্রাণে ধারণ করো। হৃদয়ে ঈমানকে করো সুদৃঢ় ও অবিচল।

তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। সমস্ত কিছু তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন।

সে নির্বোধ জ্ঞানী, যে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারও নিকট চায়।

দুনিয়ার কারও এমন কোনোকিছু আছে কি, যা আল্লাহর বিশাল ভান্ডারে নেই?

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, 'সবকিছুর ভান্ডার রয়েছে আমার নিকট।' [সুরা হাজর : ২১]

নিগূঢ় তত্ত্ব

মুনাফিক হলো সে ব্যক্তি, যার পোশাক সুন্দর কিন্তু অন্তর নোংরা। শরিয়তের মুবাহ বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু লিপ্ত থাকে স্পষ্ট হারামে। ধর্মকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে।

তার সকল যুহদ ও আনুগত্য বাহ্যিক লোক-দেখানো মাত্র।

তার বাহ্যিক সমৃদ্ধ। কিন্তু ভেতর শূন্য-বিরান।

দুর্ভোগ তোমার জন্য; আল্লাহর আনুগত্য করা হয় হৃদয় দিয়ে, লোক-দেখানো লৌকিকতা নয়।

তোমার মুখ খোদাভীরু-ধার্মিক, কিন্তু তোমার অন্তর পাপাচারে লিপ্ত।

তোমার মুখ আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু তোমার অন্তর আল্লাহর সিদ্ধান্তে উত্থাপন করে অভিযোগ।

Scanned with CamScanner

তুমি ওপরে মুসলমান। ভেতরে কাফের।

তুমি ওপরে তাওহিদবাদী। ভেতরে মুশরিক।

তোমার দুনিয়াবিমুখতা এবং দ্বীন পালন কেবলই লোক-দেখানো। তোমার অভ্যন্তর বিরান। পায়খানার ওপর শুভ্রতার ন্যায়। ময়লার ভাণ্ডকে তালাবদ্ধ করার ন্যায়। অথচ এসবের কোনো মূল্য নেই। তোমার হৃদয়ে শয়তান তাবু স্থাপন করেছে। সেখানে বানিয়েছে সে তার আবাসস্থল।

মুমিন প্রথমে তার অভ্যন্তর নির্মাণ করে। তারপর নির্মাণ করে তার বাহির। ওই ব্যক্তির মতো, যে প্রথমে অট্টালিকা নির্মাণ করার পর বাহিরের দরজা লাগায়।

এভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। প্রথমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে অতঃপর সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত সৃষ্টির সন্তুষ্টি অর্জন নয়।

মুমিন ব্যক্তি প্রথমে আখেরাত অর্জন করে। আখেরাত অর্জন করার পর দুনিয়ার দিকে মনোনিবেশ করে।

ইলম অর্জন

ভালো ও উত্তম কথা শ্রবণ করো। প্রথমে অন্তর দিয়ে শ্রবণ করো। তারপর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে শ্রবণ করো।

যখন তুমি আমার নিকট আগমন করো, এমনভাবে আগমন করো যেন তুমি তোমার ইলম, আমল, তোমার ভাষা, বংশ-মর্যাদা, তোমার পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু ভুলে গেছ।

তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াও, শূন্য হৃদয়ে। আল্লাহর হক ব্যতীত আর সকলের হক ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এসো আমার নিকট।

যখন তুমি এমনটি করতে পারবে তখন আমার নিকট আগমন করামাত্রই তুমি হয়ে যাবে সে পাখির মতো, যে ভোর যাপন করেছে ক্ষুধার্ত অবস্থায়, কিন্তু সন্ধ্যায় মেতে উঠে উদরপূর্ণ আনন্দে।

Scanned with CamScanner

ইবাদতের কষ্ট

তোমাদের আমলকে বিদআতমুক্ত করো। তোমরা অনুসরণ করো পূর্বসূরিদের পথ। তোমরা চলো সরল ও সঠিক পথে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার করো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করো সকল প্রকার কপটতা ও বক্রতা থেকে মুক্ত হয়ে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের পথকে প্রশস্ত করে দেবেন, যেমন তিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

ইলম অনুযায়ী আমল

দুর্ভোগ তোমার জন্য; তুমি কুরআন মুখস্থ করেছ ঠিকই, কিন্তু কুরআন অনুযায়ী আমল করো না।

তুমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত হাদিস মুখস্থ করেছ, কিন্তু রাসুলের সুন্নাহ তোমার জীবনে প্রতিফলিত হয় না।

যদি আমলই না করো, তাহলে কেন অযথা সেসব মুখস্থ করেছ? উলটো বিপদ টেনে এনেছ তোমার দিকে।

তুমি লোকদের আদেশ করো, অথচ তুমি নিজে আমল করো না। তুমি তাদের অন্যায় থেকে নিষেধ করো, অথচ নিজে বিরত থাকো না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা তা বলো না, যা করো না।'[১২]

---

১২. সুরা সাফ : ৪৮

Scanned with CamScanner

একটিমাত্র অন্তর

আল্লাহ প্রত্যেককে দিয়েছেন একটিমাত্র অন্তর। সুতরাং কীভাবে তুমি একটি অন্তর দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিকে ভালোবাসো?

কীভাবে একটিমাত্র অন্তরে তুমি সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে জায়গা দাও?

কীভাবে একটিমাত্র অন্তর দিয়ে তুমি দুইটি বস্তু অর্জন করবে?

প্রত্যেক পাত্র তাই ঢালে, যা আছে পাত্রে। তোমার আমলসমূহ তোমার বিশ্বাসের প্রতিফলন। তোমার বাহির হলো তোমার হৃদয়ের প্রতিফলন।

বিনয়

তুমি যখন পূর্বসূরিদের জন্য বিনয়ী হবে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমার জন্য বিনয়ী হবেন।

সুতরাং তুমি বিনয়ী হও। কেননা যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার মর্যাদা সমুন্নত করেন।

আমার নিকট সর্বোত্তম হলো, যে তোমার চেয়ে বড়ো। বড়ো হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু বয়সে বড়ো হওয়া নয়। বরং তাকওয়া, সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধ, কুরআন ও হাদিসের পাবন্দিতে যে তোমার চেয়ে অধিক এগিয়ে, সে তোমার চেয়ে বড়ো। সুতরাং তার সামনে বিনয়ী হও।

অন্যথায়, বয়সে বড়ো কত ব্যক্তি রয়েছে, যাদেরকে সম্মান করা জায়েজ নেই, তাদেরকে সালাম প্রদান উচিত নয় এবং তাদের দর্শনে নেই কোনো বরকত।

আকাবির তো তারা, যারা মুত্তাকি, পরহেজগার, এবং ইখলাসের সাথে ইলম অনুযায়ী আমল করেছেন।

আকাবির তো তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।

Scanned with CamScanner

আকাবির তো তারা, যাদের অন্তর আল্লাহর পরিচয়ে সমৃদ্ধ। যারা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী। যাদের ইলম বৃদ্ধির পাশাপাশি আল্লাহর সাথে তাদের নৈকট্যও বৃদ্ধি পায়।

মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত

হে বৎস! যদি তুমি ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান তৈরি করো, যখন তারা তোমার নিকট আগমন করে, তাহলে জেনো, তুমি আল্লাহর নিকট সফল হতে পারোনি।

দরিদ্রদের সম্মান করো। তাদের মাধ্যমে জীবন ও আমলে বরকত লাভ করো। তাদের সংস্পর্শে যাও। তাদের সাথে উঠাবসা করো। তাদের প্রয়োজনকে পূরণ করে দাও। আল্লাহ তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

কুরআনের উপদেশ

হে সম্প্রদায়! তোমরা নিজেরা কুরআন অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে অন্যদেরকে আমলের উপদেশ দাও। কুরআন নিয়ে অযথা কেবল তর্ক-বিতর্ক করো না। নচেৎ ডেকে আনবে বহু অকল্যাণ।

বিশ্বাস হলো কতিপয় শব্দের সমষ্টি। আমল হলো অধিক।

তোমরা কুরআনের ওপর ঈমান আনয়ন করো। অন্তরে কুরআনকে সত্য বলে স্বীকার করো। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করো। যা তোমাদের জন্য উপকারী তা নিয়েই ব্যস্ত থাকো। অসম্পূর্ণ নিকৃষ্ট জ্ঞানীদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না।

Scanned with CamScanner

দুনিয়ার জন্য আমল

মুমিন দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির জন্য আমল করে। দুনিয়ার জন্য সে পরিমাণ আমল করে, যে পরিমাণ দুনিয়াতে প্রয়োজন। অল্পতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। বাহনে আরোহী ব্যক্তির মতো। যে প্রয়োজন অনুযায়ী সামান্য পাথেয় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভ্রমণে।

মূর্খ সে, যে সর্বদা দুনিয়া নিয়ে চিন্তিত থাকে।

আরেফ সে, যে সর্বদা আখেরাত নিয়ে চিন্তিত থাকে।

ইসলাম পরিশুদ্ধ করো

হে বৎস! তুমি তোমার ইসলাম পরিশুদ্ধ করো। শানিত করো আনিত ঈমান। তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ। কিন্তু ইসলামকে নির্মল ও খাঁটি করোনি। নচেৎ তোমার দৃষ্টান্ত হলো কাণ্ডহীন বৃক্ষের মতো। তুমি মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছ কিন্তু তোমার অন্তর পরিপূর্ণরূপে আল্লাহকে মেনে নেয়নি।

তুমি তোমার অন্তরে আরও অগণিত প্রভুকে আশ্রয় দিয়েছ। তুমি বাদশাহকে ভয় পাও; অথচ ভয় করা উচিত একমাত্র আল্লাহকে।

কালিমার দাবি হলো, মনেপ্রাণে কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করা। কিন্তু তুমি ভরসা করেছ তোমার শক্তি-সামর্থ্য, দর্শন, শ্রবণ এবং উপার্জনের ওপর। তুমি মানুষের ওপর ভরসা করছ। তাদেরকে ভয় করছ। তাদের নিকট আশা করছ। জেনে রাখো, এগুলো হলো একেকটি প্রভু; যা তুমি তোমার অন্তরে আশ্রয় দিয়েছ।

অধিকাংশ মানুষ মুখে এক আল্লাহকে স্বীকার করলেও অন্তর তাদের বহু প্রভুর সমাবেশ।

Scanned with CamScanner

কিয়ামতের দিন তাদের অন্তরের গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

দুর্ভাগা আলেম

মূর্খের জন্য একটিমাত্র দুর্ভোগ, সে কেন ইলম অর্জন করেনি। আর আমলহীন আলেমের জন্য দুর্ভোগ সাত বার।

যে আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না তার অন্তর থেকে ইলমের বরকত উঠে যায়। অবশিষ্ট থাকে কেবল ইলমের প্রমাণ। আঁশহীন ফলের ন্যায়।

তুমি ইলম অর্জন করো। অতঃপর তদনুযায়ী আমল করো।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমলবিহীন আলেমের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন গাধার সাথে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন 'গাধার মতো, যে পুস্তকসমূহ বহন করে।'[১৩]

কিতাব বহন করার দ্বারা গাধার যেমন কোনো উপকার হয় না, তেমনই যে ইলম শিখেছে, কিন্তু আমল করেনি।

যার ইলম বৃদ্ধি পায়, তার জন্য উচিত, ইলমের পাশাপাশি তাকওয়া ও প্রভুভীতিও বৃদ্ধি পাওয়া। আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আরও অধিকতর মনোনিবেশ করা।

হে ইলমের দাবিদার! কোথায় তোমার প্রভুভীতির ক্রন্দন?

কোথায় তোমার ভীতি ও শঙ্কা?

কোথায় তোমার গোনাহের স্বীকারোক্তি ও আন্তরিক তওবা?

---

১৩ [সুরা জুমা : ৫]

কোথায় তোমার সভ্যতা ও আদব, সত্যের জন্য কোথায় তোমার পরিশ্রম, কোথায় তোমার শত্রুর সাথে শত্রুতা?

তোমার ইচ্ছা তো কেবল জামা, পাগড়ি, পানাহার, বিবাহ, ঘর-বাড়ি, দোকান-সামগ্রী এবং লোকেদের সাথে কেবল ওঠা-বসা।

সুতরাং তুমি তোমার মনোযোগ এসব বস্তু থেকে দ্রুত অপসারিত করো।

ধোঁকার শিকার

দুর্ভোগ তোমার জন্য; তুমি এমন আমল করছ, যা তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। অথচ তুমি কামনা করছ অগণিত জান্নাত। তুমি তো এমন বিষয়ের আশা করছ যা আশার জায়গা নয়।

তুমি নগ্ন ধোঁকায় নিপতিত হয়ো না। ভেবো না যে, এ জীবন তোমার। ঘনিয়ে আসছে সময়, খুব দ্রুতই তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে তোমার থেকে।

সত্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা জীবনকে তোমার নিকট আমানতস্বরূপ দিয়েছেন। যেন তুমি জীবনভর আল্লাহর আনুগত্য করো। আর তুমি মনে করছ জীবনের মালিক তুমি। তাই যা ইচ্ছে তাই করছ।

এমনইভাবে তোমার সুস্থতাকেও আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমার নিকট আমানতস্বরূপ দিয়েছেন। আমানতস্বরূপ দিয়েছেন তোমার ধন-সম্পদও। সুখ-প্রাচুর্যের যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহ তোমার নিকট আমানত দিয়েছেন। এগুলোর মালিক আদৌ তুমি নও।

সুতরাং এ সকল আমানতের ব্যাপারে তুমি বাড়াবাড়ি করো না। কেননা এসবের প্রতিটির হিসাব তোমার নিকট চাওয়া হবে। চাওয়া হবে প্রতিটি বস্তুর হিসাব।

এ সকল নেয়ামত আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর আনুগত্য করো।

Scanned with CamScanner

একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য করো

হে বৎস! আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ো না। মিথ্যা দম্ভ ও অহমিকার পেছনে পড়ো না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট প্রার্থনা করো, যেন তিনি তোমার সকল আনুগত্য কবুল করেন।

অধিকতর সতর্ক হও। ভয় করো, পাছে আল্লাহ তোমাকে তার আনুগত্য থেকে সরিয়ে দেন।

যে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে চিনতে পেরেছে, সে কোনোকিছুর ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে না। সে আশ্বস্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ঈমান ও আমল নিয়ে নিরাপদে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

হে বৎস! তুমি তোমার আমলের ব্যাপারে ধোঁকার শিকার হয়ো না। কেননা আমলের পরিণাম তার সমাপ্তির ওপর নির্ভর করে। যার সমাপ্তি হয় ভালো, তার জন্য শুভ সংবাদ।

সুতরাং তোমার জন্য আবশ্যক হলো, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট সুন্দর সমাপ্তির প্রার্থনা করা। যেন উত্তম আমল অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়।

দুটি জিহাদ

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাকে দুটি জিহাদের ব্যাপারে অবহিত করেছেন। একটি হলো বাহ্যিক। অপরটি হলো অভ্যন্তরীণ।

অভ্যন্তরীণ জিহাদ হলো নফসের সাথে জিহাদ, প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ, স্বভাবের সাথে জিহাদ, শয়তানের সাথে জিহাদ। গোনাহ ও পদস্খলন থেকে তওবা করা এবং তার ওপর অটল থাকা। সকল হারাম চাহিদা পরিহার করা।

বাহ্যিক জিহাদ হলো, কাফের ও শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তাদের ঢাল-তরবারি, তির-ধনুকের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

Scanned with CamScanner

অভ্যন্তরীণ জিহাদ বাহ্যিক জিহাদ থেকে অত্যধিক কঠিন। কেননা অভ্যন্তরীণ জিহাদ হলো, আপন প্রবৃত্তি ও পছন্দনীয় বস্তুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা। শরিয়তের ভালো কাজসমূহের আদেশ করা। মন্দ কাজসমূহের ব্যাপারে নিষেধ করা।

উভয় জিহাদে যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশের অনুসরণ করতে পারে সেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সমূহ প্রতিদান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

শহিদের দেহের আঘাত হলো, তোমাদের কারও হাতে শিঙ্গা লাগানোর মতো, যার কোনো ব্যথা অনুভব হয় না।

নিজেকে উপদেশ দাও

হে বৎস! প্রথমে নিজেকে উপদেশ দাও। তারপর অন্যকে। তোমার দায়িত্ব কেবল তোমার ওপর। যতক্ষণ তুমি নিজেই সংশোধনের মুখাপেক্ষী ততক্ষণ অন্যকে উপদেশ দিতে যেয়ো না।

দুর্ভোগ তোমার জন্য; তুমি কি জানো, কীভাবে অন্যকে সংশোধন করতে হয়? তুমি নিজে অন্ধ অথচ অন্যকে তুমি পথ দেখাও। প্রকৃত বোকারাই এমনটি করে।

যে চক্ষুষ্মান সে অন্যকে পথ দেখাতে সক্ষম। যে ভালো সাঁতার জানে সে সমুদ্রের তলদেশ থেকে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারে।

যে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, সে অন্যকে আল্লাহর দিকে ফেরাতে পারে। আর যে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ-মূর্খ সে কীভাবে মানুষকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করবে। সে নিজেই তো ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে।

Scanned with CamScanner

অপরকে ভালোবাসো

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যের জন্য তা পছন্দ না করে।'[১৪] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের পূর্ণতাকে অস্বীকার করেছেন, যতক্ষণ একজন মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করে।

যখন তুমি নিজের জন্য উত্তম উত্তম খাবার পছন্দ করো, ভালো ভালো পোশাক পরতে ভালোবাসো, সুন্দর সুরম্য বাসস্থান কামনা করো, অধিক ধন-সম্পদের ইচ্ছা করো আর তোমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য এর বিপরীত কামনা করো, তাহলে তুমি পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। তুমি যে পূর্ণ ঈমানের দাবি করো তা নির্জলা মিথ্যা।

হে নির্বোধ! তোমার প্রতিবেশী দরিদ্র। তোমার বহু আত্মীয়স্বজন সম্বলহীন। অথচ তোমার গৃহে সঞ্চিত রয়েছে প্রচুর ধন-সম্পদ, যার ওপর জাকাত আবশ্যক। তোমার ব্যবসায় প্রতিদিন লাভ হচ্ছে।

তোমার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে। এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যে, তুমি তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের ওপর সন্তুষ্ট। নাহয় এ ছাড়া আর কোন জিনিস তোমাকে তোমার সম্পদ দান করা থেকে বিরত রেখেছে?

তোমার আচরণ দ্বারা বোঝা যায়, তোমার মাঝে লোভ ও অধিক পরিমাণ মালের আশা রয়েছে। দুনিয়ার ভালোবাসা তোমার মাঝে জেঁকে বসেছে। তোমার তাকওয়া-খোদাভীতি কম। তোমার ঈমান দুর্বল। তোমার আমল ভঙ্গুর।

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অধিক ধন-সম্পদ কামনা করে, দুনিয়ার প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা তীব্র। তাহলে জেনে রেখো, সে তার মৃত্যুকে ভুলে গেছে। ভুলে গেছে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সাথে আশু সাক্ষাতের কথা।

---

১৪. *বুখারি*; হাদিস : ১৩

Scanned with CamScanner

হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা আহারে পরিতৃপ্ত হও, অথচ তোমাদের প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত। তবুও তোমরা নিজেদের মুমিন দাবি করো?

তোমাদের কারও সামনে পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে। তার নিজ ও পরিবার-পরিজনের আহারের পর রয়ে গেছে ঢের খাবার। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অসহায় ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক। এমতাবস্থায় তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই তোমাদের ঈমানের অবস্থা!

অচিরেই তুমি তোমার পরিণাম দেখতে পাবে। অচিরেই তুমি এমন পরিণতি ভোগ করবে। তখন তোমাকেও ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যেমন দান করার সক্ষমতা সত্ত্বেও তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ ক্ষুধার্ত এক ফকিরকে।

পাথেয় ও ভোগ

মুমিন আখেরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। কাফের তা দুনিয়াতেই ভোগ করে।

মুমিন পাথেয় সংগ্রহ করে কেননা সে তো আছে অল্প কয়েক দিনের ভ্রমণে। সে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। যা কিছু সহজ তাই সে সাথে রাখে। ভারী ও কঠিন কিছু নিয়ে সে পথ চলে না। আর ভ্রমণের অতিরিক্ত সবকিছু পাঠিয়ে দেয় পরকালে। যেখানে সে থাকবে অনন্তকাল। নিজের জন্য রাখে কেবল সে পরিমাণ, যা তার সফরের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি সে বহন করে না।

হজরত হাসান বসরি রহ. বলেছেন, 'মুমিনের জন্য সে পরিমাণ যথেষ্ট, যে পরিমাণ একজন মেষের জন্য যথেষ্ট। মেষ সামান্য খাবার আর এক পেয়ালা পানিতেই সন্তুষ্ট থাকে।'

মুমিন আত্মার শক্তিবর্ধন করে। মুনাফিক আকণ্ঠ ভোগে মত্ত থাকে।

মুমিন আত্মার শক্তির অর্জন করে। সে শক্তি তাকে তার প্রকৃত বাড়িতে পৌঁছে দেবে। সে জানে বাড়িতে তার জন্য তার প্রয়োজনীয় সবকিছুর মজুদ রয়েছে। কোনোকিছুরই অভাব নেই সেখানে। তাই কাঙ্ক্ষিত বাড়ি পৌঁছাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

Scanned with CamScanner

মুনাফিকের কোনো বাড়ি নেই। নেই কোনো চেনা গন্তব্য।

তোমরা দুনিয়ার জীবনে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করছ। তোমরা তোমাদের জীবনকে অনর্থক বিনষ্ট করছ।

তোমরা দুনিয়ার জীবনকে শৈথিল্য ও অবহেলার বস্তুতে পরিণত করো না। তোমাদের দ্বীনকে হেলায় নষ্ট করো না। পরিবর্তন করো নিজেদের।

সঠিক পথ অবলম্বন করো। দুনিয়া কারও জন্য থেমে থাকেনি। তোমাদের জন্যও থেমে থাকবে না।

সুতরাং ফিরে এসো। ফিরে এসো নীড়ে। যেখানে আছে চিরন্তন সুখের পরশ।

ক্রন্দন করো

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা, যিনি আমাদের ভয় ও আশা, তিনি যদি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি না করতেন তবুও তাকে ভয় করা উচিত। তার কাছে আশা করা উচিত।

তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তার আনুগত্য করো। তোমাদের ওপর কি তার কোনো দান-অনুগ্রহ নেই? তোমাদের ওপর কি তার কোনো শাস্তির অঙ্গীকার নেই?

আল্লাহর আনুগত্য হলো সৎকাজের আদেশ করা। অসৎকাজের নিষেধ করা। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ করা।

তোমরা আল্লাহর নিকট আন্তরিকভাবে তওবা করো। অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করো।

তোমাদের চক্ষু ও হৃদয় থেকে অশ্রু বর্ষণ করো বৃষ্টির মতো। কেননা ক্রন্দনও ইবাদত। নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার সর্বোচ্চ উপায়।

যখন তুমি তওবা করে মৃত্যুবরণ করলে আর তোমার নিয়ত ছিল খালেস ও স্বচ্ছ, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাকে উপকৃত করবেন।

Scanned with CamScanner

সত্যবাদীদের উপমা

জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং সত্যবাদীতাদের অবয়বে ফুঁ দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের হৃদয়ে কিয়ামতকে স্থান দিয়েছেন। তারা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা তাদের সততা দ্বারা কাঙ্ক্ষিত পুলসিরাত পার হয়ে গেছে।

তারা তাদের বিবেক দিয়ে পথ চলেছে। চলতে চলতে অবশেষে জান্নাতের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কিয়ামত দিবসের যে সকল সংবাদ দিয়েছেন সেসব তারা অন্তর দ্বারা অবলোকন করেছে।

জান্নাত-জাহান্নাম এবং এ উভয়ের মাঝে যা আছে তা প্রত্যক্ষ করছে। সকল দৃশ্য এবং নিয়োজিত সকল ফেরেশতাদের অবলোকন করছে। সকল বস্তুসমূহকে ঠিক তেমনই দেখেছে, যেমন দুনিয়াতে দেখে থাকে।

যখন তারা কবরের পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন কবরের ভেতরস্থ নেয়ামত ও শাস্তিসমূহ স্পষ্ট দেখতে পায়।

তারা অবলোকন করছে কিয়ামত দিবস এবং যা কিছু আছে কিয়ামত দিবসে। আল্লাহর রহমত ও আজাব তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

দেখতে পাচ্ছে ফেরেশতাগণ দাঁড়িয়ে আছেন। সকল নবি-রাসুল, অলি-আউলিয়াগণকে তাদের উপযুক্ত স্থানে দেখতে পাচ্ছে।

অবলোকন করছে জান্নাতের অধিবাসীদের, সেখানে তারা পরিভ্রমণ করছে। অবলোকন করছে জাহান্নামের অধিবাসীদের, তারা সেখানে একে অপরের শত্রুতায় লিপ্ত।

Scanned with CamScanner

দরিদ্রকে বন্ধু বানাও

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে দু-হাত ভরে দান করা। দান-সদকা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাধ্যম।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তিনি, যার রয়েছে অগণিত সম্পদ ও প্রাচুর্য। যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সাথে সম্পর্ক রাখবে সে কি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে? তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তোমার সম্পদ থেকে খরচ করো।

তুমি একটি দানা পরিমাণ দান করবে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা একটি দানার বিনিময়ে তোমাকে পাহাড় পরিমাণ দান করবেন।

তুমি এক ফোঁটা দান করবে, তো আল্লাহ তোমাকে সমুদ্রসম দান করবেন। দুনিয়া-আখেরাতে তোমার প্রতিদান ও সওয়াব পরিপূর্ণ করে দেবেন।

দুনিয়াবিমুখ

সে ব্যক্তি প্রকৃত দুনিয়াবিমুখ নয় যে লোকদের থেকে পালিয়ে বেড়ায়। পরিপূর্ণ যাহেদ বা দুনিয়াবিমুখ হলো সে ব্যক্তি, যে মানুষ থেকে পালিয়ে বেড়ায় না, বরং মানুষকে অধিকতর কাছে ডাকে। তাদের অন্বেষণ করে। লোকদের তারাই আপন করে নেয় যারা প্রকৃতার্থে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে। কেনই-বা তিনি লোকদের থেকে পালিয়ে বেড়াবেন অথচ তার সকল চিকিৎসা তো সাধারণ মানুষদের কাছে।

যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, সে ওই জালের মতো, যে জাল দুনিয়ার সমুদ্র থেকে মানুষ শিকার করে। মানুষকে নিজ হাতে ধরে।

Scanned with CamScanner

যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরেছে সে গোনাহগার ও ফাসেকের চেহারা দেখে কখনো হাসে না। বরং অধিকতর হৃদয়ে ভালোবাসা নিয়ে ফাসেকের নিকট যায়। তাকে তার গোনাহ ও ফিসক থেকে ফিরিয়ে এনে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

হে বৎস!

হে বৎস! তুমি আত্মার চিকিৎসকদের সংস্পর্শ গ্রহণ করো। আলেমদের শরণাপন্ন হও। যেন তুমিও তাদের অনুরূপ একটি দগ্ধ কলব বা অন্তর লাভ করতে পারো।

তোমার জন্য অপরিহার্য হলো একজন বিজ্ঞ শাইখ। যে তোমাকে পরিশুদ্ধ করবে। শিক্ষা দেবে। উপদেশ দেবে। মিলিয়ে দেবে আল্লাহর সাথে।

প্রাচুর্য দর্শন

যখন তুমি তোমার স্রষ্টার প্রদত্ত নেয়ামতের প্রাচুর্য প্রত্যক্ষ করবে, তোমার অন্তর থেকে সৃষ্টির ভালোবাসা উবে যাবে। হৃদয়ে প্রগাঢ় হবে এক আল্লাহর নৈকট্য।

যারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পেরেছে তারা অন্তরের চোখ দিয়ে আল্লাহর নেয়ামতের দিকে তাকান। তখন তারা উপলব্ধি করতে পারেন, কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ।

হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে যদি ভালো কিছু দেখতে পান, তাহলে তখন তারা আল্লাহর বশীভূত ও অধিকরণের চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন। সেগুলোকে আঁকড়ে ধরেন।

যদি কোনো মন্দ দেখতে পান, তাহলে নিয়ন্ত্রণের চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন। বেঁচে থাকেন সেসবের অনিষ্ট থেকে।

Scanned with CamScanner

তাদের দৃষ্টি তখন সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তর এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থার দিকে ফিরতে থাকে।

অবশেষে একদিন তার সকল সাধনা সৃষ্টির মাঝে এসে স্থির ও সুদৃঢ় হয়। বড়ো আপন করে তখন পেয়ে যান আল্লাহকে। যা তাদের চির আরাধ্য।

মৃত্যুর কিনারে

হে বৎস! তোমরা মৃত্যুর কিনারে দাঁড়িয়ে আছ।

তোমাদের জন্য মানুষ ক্রন্দন করার পূর্বে তোমরা নিজেদের জন্য ক্রন্দন করো।

তোমাদের অন্তর দুনিয়ার লোভ-লালসায় অসুস্থ। তার চিকিৎসা হলো, দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার দিকে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করা।

তোমাদের ব্যবসার পুঁজি হলো, দ্বীনকে সকল ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখা। আর সে ব্যবসার লাভ হলো সৎকর্ম করা।

যা কিছু তোমাদের বিপথগামী করে, সেসব অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকো। দুনিয়ার পরিভ্রমণে যা যথেষ্ট তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।

জ্ঞানী ব্যক্তি অতিরিক্ত হালাল সম্পদ নিয়েও আনন্দিত হয় না, কেননা তাকে সম্পদের হিসাব দিতে হবে। হারাম সম্পদ নিয়েও আনন্দিত হয় না, কেননা এর জন্য তাকে জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হবে।

সম্পদের প্রাচুর্য পরকালের শাস্তি এবং কিয়ামতের দিনের হিসাবের কথা ভুলিয়ে দেয়।

Scanned with CamScanner

অন্তরের মরিচা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় অন্তরের মরিচা রয়েছে। আর তার উজ্জ্বলতা হলো কুরআন তিলাওয়াত।' [*কানযুল উম্মাল;* হাদিস : ২৪৪১]

আত্মার মরীচিকা দূর করো। নাহয় তা কালো ও কুৎসিত বর্ণ ধারণ করবে।

অন্তর কালো ও অন্ধকার হয় আলো থেকে দূরে থাকার কারণে। দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা থাকার কারণে।

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের নবির কথা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো।

তোমাদের আত্মার মরিচা দূর করো সে ওষুধ দ্বারা যে ওষুধের কথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন।

যদি তোমাদের কেউ অসুস্থ হয়, তখন ডাক্তার তার সুস্থতার জন্য ওষুধ লিখে দেন। ওষুধ ব্যবহার করে সে সুস্থতা লাভ করে।

তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে তোমাদের প্রভুকে ভয় করো।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে তোমাদের চোখে স্থাপন করো। যেন তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাও।

যদি তোমরা আল্লাহকে দেখতে না পাও, তাহলে ভেবো এ কথা, আল্লাহ তোমাদের দেখছেন।

Scanned with CamScanner

আল্লাহর স্মরণ

যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে সেই প্রকৃত জিকিরকারী। যে অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করে না, সে প্রকৃত জিকিরকারী নয়। জিহ্বা হলো অন্তরের সেবক। প্রকৃতার্থে সে তারই অনুসরণ করে।

উত্তম বন্ধু

তুমি সেসব মজলিসে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দাও, যা তোমাকে দুনিয়ার মোহ ও লালসার প্রতি আসক্ত করে তোলে। এবং সেসব মজলিসের অন্বেষণ করো, যা তোমাকে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ করে দেবে। কেননা মানুষ তার স্বগোত্রীয়দের অনুসরণ করে।

উপদেশ শ্রবণ করো

তুমি সর্বদা উপদেশ শ্রবণ করো। কেননা অন্তর যখন উপদেশ থেকে বিরত থাকে, তখন সে অন্ধ হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

বৃক্ষ ও পানি

তুমি যা নিয়ে ব্যস্ত আছ তার পরিণামের কথা চিন্তা করো। তাহলে অবশ্যই তা ছেড়ে দেওয়া তোমার জন্য সহজ হবে। তুমি গাফলতের বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছ। তুমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসো। তাহলে অবশ্যই তুমি সূর্যের আলো দেখতে পাবে এবং পথ চিনতে সক্ষম হবে।

গাফলতের বৃক্ষ মূর্খতার পানিতে সিঞ্চিত হয়। আর উদ্দমতা ও মারেফতের বৃক্ষ চিন্তার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়।

তওবার বৃক্ষ অনুশোচনার পানিতে সিঞ্চিত। ভালোবাসার বৃক্ষ রেজা তথা সন্তুষ্টির পানিতে সিঞ্চিত।

ক্ষতিকর ইলম

হে বৎস! তোমার ইলম প্রতিনিয়ত তোমাকে ডেকে বলছে, যদি তুমি আমল না করো, তাহলে আমি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেব। আর যদি আমল করো, তাহলে সাক্ষ্য দেব তোমার পক্ষে।

ইলম তোমাকে ডেকে বলছে, তথাপিও তুমি কর্ণপাত করছ না। কারণ, তোমার তো শোনার মতো হৃদয় নেই।

তুমি যদি প্রকৃতই কল্যাণ চাও, তাহলে হৃদয়ের কানে শ্রবণ করো সে ডাক। এবং নিজেকে উজাড় করে দাও তার কাঙ্ক্ষিত অন্বেষণে । তাহলে তখনই তুমি তোমার ইলম দ্বারা উপকৃত হবে।

তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার ইলম অনুযায়ী আমল করো।

Scanned with CamScanner

পথের বাধা

রিয়া তথা লোক-দেখানো ইবাদত শুধুমাত্র মুখলিস ও একনিষ্ঠ বান্দারাই চিনেন। তারাও একদিন রিয়ার ভেতরই নিমজ্জিত ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে তারা বেরিয়ে এসেছেন ইখলাসের প্রশস্ত পথে।

রিয়া, তোমার গন্তব্যে পৌঁছতে বিরাট বাধা। সে বাধা ডিঙানো তোমার জন্য অপরিহার্য।

রিয়া, অহমিকা, নিফাক হলো শয়তানের শক্তিশালী তির। যা সে বান্দার অন্তরে একের পর এক বিদ্ধ করতে থাকে। ক্ষতবিক্ষত করে পবিত্র আত্মা।

তোমরা আল্লাহর সৎ বান্দাদের শরণাপন্ন হও। তাদের নিকট থেকে শেখো এ সকল বাধা অতিক্রম করে কীভাবে আল্লাহর নিকট পৌঁছাতে হয়। কেননা বিগত জীবনে তারা সে বাধা অতিক্রম করে এসেছেন।

তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করো নফস ও অন্তরের শত্রু সম্পর্কে। কেননা তারা এসবের শত্রুদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। এবং তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত। তাদের সাথে লড়াই করে আজ তারা এখানে এসেছেন।

জিন শয়তান মানব শয়তান থেকে অধিক ভয়ংকর। মানব শয়তান হলো নফস ও প্রবৃত্তি এবং অসৎ সঙ্গ।

তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং অসৎ সঙ্গীদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। এবং এসব থেকে পরিত্রাণ পেতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট অশেষ সাহায্য প্রার্থনা করো।

Scanned with CamScanner

চেষ্টা ও তাওয়াক্কুল

তুমি নিজ হাতে উপার্জন করো। তা তোমার ঈমানকে শক্তিশালী করবে। অতঃপর আসবাব তথা মাধ্যম থেকে পরিণতির দিকে অগ্রসর হও। অর্থাৎ প্রথমে চেষ্টা করো, অতঃপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।

সকল নবি-রাসুলগণ নিজ হাতে উপার্জন করেছেন। শ্রম খেটেছেন। দুনিয়ার জীবনে আসবাব তথা উপকরণ অবলম্বন করেছেন। তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন। তারা একই সঙ্গে উপকরণ অবলম্বন করেছেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন।

উপার্জন ছেড়ে দিয়ে লোকদের নিকট ভিক্ষা করা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য বিরাট শাস্তিস্বরূপ। যা লাঞ্ছনা ও অপমানজনক।

পরিবারের জন্য উপার্জন

তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য উপার্জন করো। এবং সেই সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো।

তুমি তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের রিজিক আল্লাহর নিকট অন্বেষণ করো।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অনুগ্রহ, নৈকট্য এবং ভালোবাসা প্রার্থনা করো।

তুমি তোমার মাল ও দোকানের নিকট রিজিক চেয়ো না। তাহলে রিজিকের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর দায়িত্ব থেকে তুমি বেরিয়ে পড়বে।

Scanned with CamScanner

তওবা

হে বৎস! প্রবৃত্তি এবং নফসের গোলামি করো না।

তুমি তোমার সকল গোনাহ থেকে আল্লাহর নিকট তওবা করো। গোনাহের ধ্বংস থেকে দ্রুত আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও।

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অভ্যন্তরীণ সবকিছুর মাধ্যমে তওবা করো। কেবল মুখ নয়; হৃদয় থেকে ফিরে আসার পণ করো।

নিখুঁত ও সহিহ তওবার মাধ্যমে দেহ থেকে গোনাহের পোশাক খুলে ফেলো।

সবার ওপরে দ্বীন

হে অসহায়! তুমি তোমার নফসের ওপর ক্রন্দন করো।

তোমার সন্তান মারা গেলে অতি শোকে কেঁদে-কেটে তুমি প্রলয় ঘটিয়ে ফেলো, কিন্তু তোমার দ্বীন মারা গেলে তোমার কোনো দুঃখ নেই। তখন তুমি বিন্দুমাত্র ক্রন্দন করো না।

তোমার অবস্থা দেখে তোমার ওপর নিযুক্ত ফেরেশতারা পর্যন্ত ক্রন্দন করে। কেননা তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমার পরাজয় দেখতে পাচ্ছে।

তোমার কি বিবেক-বুদ্ধি বলতে আদৌ কিছু নেই?

যদি প্রকৃতই তোমার বিবেক-বুদ্ধি থাকত, তাহলে তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীনের জন্য ক্রন্দন করতে।

তোমার কাছে পুঁজি আছে, কিন্তু তুমি তা দিয়ে ব্যবসা করছ না।

তোমার ইলম আছে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করছ না।

তোমার বিবেক আছে, কিন্তু তা তোমার কোনো কাজে আসছে না।

তোমার জীবন আছে, কিন্তু জীবন থেকে তুমি উপকৃত হতে পারছ না।

Scanned with CamScanner

তুমি গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত হও। জাগরণের পানি দ্বারা তোমার মুখমণ্ডল ধৌত করো।

অতঃপর তুমি দেখো, তুমি কী করছ।

তুমি কি মুসলমান না কাফের?

তুমি কি মুমিন নাকি মুনাফিক?

তুমি কি তাওহিদবাদী না অধিক প্রভুতে বিশ্বাসী?

তুমি কি লোক-দেখানো আমল করছ নাকি অন্তরে আছে ইখলাস?

মানুষের নিকট কিছু চেয়ো না

তুমি কখনো মানুষের নিকট হাত পেত না, কারণ মানুষ হলো চূড়ান্ত অক্ষম ও অসহায়। তারা নিজেরাই নিজেদের কোনো উপকার করতে পারে না। রক্ষা করতে পারে না অবধারিত ক্ষতি থেকে।

ওহির ফসল

তোমরা আলেম-উলামা এবং জ্ঞানী-বিদ্বানদের কথায় কোনো প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না। কেননা তাদের কথা হলো চিকিৎসাস্বরূপ। তাদের কথাসমূহ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার ওহির ফসল।

আল্লাহর জন্য শত্রুতা

শত্রুতা যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাহলে তা হবে উত্তম ও প্রশংসিত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টির জন্য হলে তা হবে নিন্দনীয়।

Scanned with CamScanner

মুমিন একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করে একমাত্র আল্লাহর জন্য। নিজের জন্য নয়। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। নিজের জন্য নয়।

মুমিন রাগান্বিত হয় যখন কেউ আল্লাহর আইনকে ভঙ্গ করে। যেমন কোনো বাঘ রাগান্বিত হয় যখন তার শিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে চায়।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি কেউ রাগান্বিত হয় বা কারও সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাহলে তা মন্দ কিছু নয়। বরং প্রশংসিত ও উত্তম।

যখন তুমি কোনো কাজ করো তখন নিজেকে, নিজের প্রবৃত্তিকে, শয়তানকে তা থেকে বিরত রাখো। কাজ করো কেবল আল্লাহর জন্যই। আল্লাহর আদেশ পালনার্থে।

ঈমানের বৃদ্ধি

আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কমে।

ঈমান বৃদ্ধি হয় আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে। এবং ঈমান কমে আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে। এটি হলো সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে।

আর বিশেষ মানুষদের ক্ষেত্রে তাদের ঈমান বাড়ে তাদের অন্তর থেকে মাখলুক তথা সৃষ্টির মোহ বের করার মাধ্যমে। তাদের ঈমান কমে অন্তরে সৃষ্টির ভালোবাসা প্রবেশ করানোর কারণে।

হৃদয়ে আল্লাহকে আশ্রয়দানের মাধ্যমে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে হৃদয়ে আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে তাদের ঈমান কমে।

জান্নাতের এক টুকরো

জনৈক ব্যক্তি একজন বিজ্ঞ জ্ঞানীর নিকট এসে বলল, আমি এক টুকরো জান্নাত চাই। এ ছাড়া আর কিছুই চাই না। জ্ঞানী লোকটি তখন আগন্তুক ব্যক্তিটিকে বললেন, তুমি হয়তো দুনিয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে গেছ, যেমন সন্তুষ্ট হয়ে গেছ আখেরাতের ব্যাপারে। জান্নাতের সামান্য এক টুকরো নয়, বরং পুরো জান্নাতই কামনা করো।

আত্মসমর্পণ

হে বৎস! যখন তোমার অন্তর থেকে ইসলাম বিদায় নেবে, তখন তোমার থেকে ঈমানও বিদায় নেবে। যখন তোমার থেকে ঈমান চলে যাবে, তখন অন্তর থেকে বিশ্বাসও চলে যাবে। আর যখন বিশ্বাস চলে যাবে, তখন মারেফতও চলে যাবে। অথচ এসব সম্পর্কে তোমার বিন্দুমাত্র খবর নেই।

এগুলো হলো অন্তরের বিভিন্ন স্তর।

যখন তুমি তোমার ইসলামকে সঠিক করে নেবে, তখন তোমার সকল আনুগত্য সহিহ হয়ে যাবে। তুমি সর্বক্ষেত্রে নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করো। শরিয়তের সকল সীমারেখা রক্ষা করো এবং এ ব্যাপারে সচেষ্ট হও। শরিয়তের জন্য তুমি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করো। আল্লাহর সাথে এবং মানুষের সাথে তোমার আচরণ সুন্দর করো।

Scanned with CamScanner

আখেরাতকে স্মরণ করো

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা তোমার অন্তর থেকে দুনিয়াকে মুছে দেবে এবং স্মরণ করিয়ে দেবে আখেরাতকে।'[১৫]

এ হাদিস দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো তোমরা যেন আখেরাতকে স্মরণ করো। অন্তর যেন আখেরাত থেকে বিস্মৃত না হয়।

অথচ তোমরা আখেরাত থেকে পলায়ন করছ আর ভালোবাসছ দুনিয়াকে। অচিরেই তোমাদের মাঝে এবং আখেরাতের মাঝে বিরাট প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে দেওয়া হবে। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও আনন্দিত অবস্থায় তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হবে।

হে নির্বোধ! সতর্ক হও। তোমাকে দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য।

হে নির্বোধ! তুমি তোমার সমুদয় চিন্তাকে আপন প্রবৃত্তি ও খায়েশ পূরণে নিবিষ্ট রেখেছ। সম্পদের পাহাড় গড়েছ। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দুনিয়ার খেল-তামাশায় নিয়োজিত রেখেছ।

যখন তোমার নিকট আখেরাত ও মৃত্যুর আলোচনা করা হয়, তখন তুমি বলো, আমার জীবনযাপনকে বিঘ্নিত কেন করছ। কেন এটা-সেটা বলে আমার চিন্তাকে এলোমেলো করছ।

চুলের শুভ্রতা তোমাকে মৃত্যু থেকে সতর্ককারী হিসেবে এসেছিল। তুমি তখন সাদা চুলকে কালো রঙ দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছ।

যখন তোমার নিকট মৃত্যুর ফেরেশতা আসবে তখন তুমি তাকে কীভাবে ফিরিয়ে দেবে?

---

১৫ ইবনে মাজাহ : ১৫৭১

Scanned with CamScanner

তুমি তওবার সাথে টালবাহানা করছ। একদিন বড়োই আফসোস করবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আফসোস করেও কোনো উপকার আসবে না। তখন তোমার সময় ফুরিয়ে গেছে।

অচিরেই তুমি লজ্জিত হবে। সুতরাং ফিরে এসো।

সৎ ব্যক্তিদের সাহায্য করো

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার আহার কেবলই মুত্তাকি ব্যক্তি খাবে।'[১৬]

মুত্তাকি হলো সে, যে আল্লাহকে ভয় করে।

যখন তুমি কোনো মুত্তাকি ব্যক্তিকে আহার করাবে, তাকে তার কাজে সাহায্য করবে, তখন তুমিও তার ভালো কাজের একটি বিনিময় পাবে। আর এ কারণে তার থেকে কোনো প্রতিদান কমানো হবে না। কেননা তুমি তাকে যে সাহায্য করেছ, তার বিনিময় লাভ করেছ।

আর যদি কোনো মুনাফিক অথবা পাপী ব্যক্তিকে আহার করাও, তাকে দুনিয়াবী কাজে সাহায্য করো, তখন তার কৃত গোনাহের একটি অংশ

তোমার আমলনামাতে আসবে। কেননা তুমি তাকে তার অন্যায় ও অপরাধে সাহায্য করেছ। সুতরাং তোমাকে তার মন্দ কর্মের পরিণাম ভোগ করতে হবে এবং এতে তার গোনাহের পরিমাণ কমবে না।

---

১৬ মুসনাদে আহমদ : ৩/৮৩

Scanned with CamScanner

শয়তানকে হতাশ করো

হে সম্প্রদায়! তোমরা শয়তানকে হতাশ করো।

মনে-প্রাণে নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে হৃদয়ে ধারণ করো। কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নয়। কেননা, ঈমান হলো বিশ্বাস, স্বীকারোক্তি এবং আমলের সমন্বয়।

তাওহিদের বাণী শয়তানেক জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। কেননা কালিমা হলো শয়তানের নিকট আগুনস্বরূপ এবং মুমিনদের জন্য আলোস্বরূপ।

তুমি মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, অথচ তোমার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আরও অনেক উপাস্য। এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে!

প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখো। তার ওপর ভরসা করো।

তোমার অন্তরে যদি শিরক থাকে, তাহলে মৌখিক কালিমা তোমার কোনো উপকারে আসবে না।

তোমার বাহ্যিক পবিত্রতা কোনো উপকারে আসবে না যদি তোমার ভেতর অপবিত্র হয়।

মুমিন শয়তানকে হতাশ করে। মুশরিক শয়তানকে খুশি করে।

ইখলাস হলো সকল কথা ও কাজের নির্যাস। কেননা যদি ইখলাস না থাকে তাহলে তা শূন্য খোসার মতো, যার ভেতরে নেই খাদ্য।

শূন্য খোসা কেবল জাহান্নামের ইন্ধন।

তুমি আমার কথা শুনো, এবং তদনুযায়ী আমল করো।

ইলম হলো তাই, যা মানুষের মুখ থেকে আহরণ করা হয়। কিতাব থেকে নয়।

Scanned with CamScanner

কথা বলো চিন্তা করে

হে সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর জিকিরে মশগুল হও। তোমরা সেসব কথা বলো, যা তোমাদের উপকারে আসবে। আর যা ক্ষতিকর তা থেকে চুপ থাকো।

তুমি কথা বলার পূর্বে ঢের চিন্তা করো। নিয়তকে পরিশুদ্ধ করো। অতঃপর কথা বলো।

মূর্খের জিহ্বা থাকে তার অন্তরের সামনে। আর জ্ঞানীর জিহ্বা থাকে অন্তরের পেছনে।

নবিদের উপার্জন

হে নিফাকের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণকারী! তুমি তোমার হাত উন্মোচন করো। লক্ষ করো যে, তুমি তাতে কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। দুর্ভোগ তোমার জন্য, তুমি উপার্জন না করে বসে বসে দ্বীন বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছ।

সমস্ত নবি-রাসুল নিজ হাতে উপার্জন করেছেন। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যে নিজ হাতে উপার্জন করেননি।

Scanned with CamScanner

আমলে পরিতৃপ্তি

হে আমলে পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণ! কোন জিনিস তোমাদেরকে মূর্খ বানিয়ে রেখেছে!

যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিক না পেতে, তাহলে তোমরা নামাজ পড়তে পারতে না, রোজা রাখতে পারতে না এবং ধৈর্যধারণ করতে পারতে না। তোমরা শিরকের স্থানে আছ, পরিতৃপ্তির স্থানে নও।

বহু ইবাদতকারী—যারা নিজ আমল ও ইবাদতের ব্যাপারে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে, তারা—লোকদের প্রশংসা ও স্তুতি তালাশ করে। এর কারণ হলো, তারা নিজ নফস এবং প্রবৃত্তির পূজা করছে।

অন্তরের হক

তুমি তোমার অন্তরকে সকল কিছু থেকে শূন্য করো। অন্তর হলো আল্লাহর ঘর। সেখানে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে আশ্রয় দিয়ো না।

ফেরেশতারা যেখানে ছবি টাঙানো ঘরে প্রবেশ করেন না; তাহলে যে অন্তরে বহু প্রভু ও মূর্তি টাঙানো সেখানে আল্লাহ কীভাবে প্রবেশ করবেন?

সুতরাং তুমি তোমার অন্তর থেকে সমস্ত মূর্তিকে ভেঙে ফেলো। পবিত্র করো শুধু এক আল্লাহর প্রার্থনার জন্য।

Scanned with CamScanner

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা

হে নেয়ামতরাজিতে ডুবন্ত ব্যক্তি! তুমি তোমাকে দেওয়া সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করো। অন্যথায় তোমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে তা।

নেয়ামতের ডানাগুলো কৃতজ্ঞতা দ্বারা কেটে ফেলো। নাহয় নেয়ামত উড়ে যাবে তোমাকে ছেড়ে।

হে সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, এজন্য যে তিনি তোমাদের বহু নেয়ামতে নিমজ্জিত রেখেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, 'তোমাদের যে সমস্ত নেয়ামত দেওয়া হয়েছে; তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।'[১৭]

হে নেয়ামতে ডুবন্ত ব্যক্তিগণ! কোথায় তোমাদের অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন? তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া আর কারও দেওয়া নেয়ামত দেখতে পাও?

শেকলে আবদ্ধ হও

তুমি তার গোলাম যার শেকল গলায় বেঁধেছ। যদি গলার শেকল তোমার নিজের হাতে থাকে তাহলে তুমি তোমার নিজের গোলাম। যদি শেকল অন্যের হাতে থাকে; তাহলে তুমি তার গোলাম। যদি তোমার শেকল আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কুদরতি হাতে থাকে; তাহলে তুমি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার গোলাম। যদি তোমার শেকল তোমার প্রবৃত্তির হাতে থাকে তাহলে তুমি প্রবৃত্তির গোলাম। যদি তোমার শেকল স্রষ্টা ব্যতীত তার কোনো সৃষ্টির হাতে থাকে; তাহলে তুমি সে সৃষ্টির গোলাম।

সুতরাং তুমি ভেবে দেখো, কার শেকল দিয়ে তুমি বেঁধেছ নিজেকে।

---

১৭ সুরা নাহল : ৫৩

Scanned with CamScanner

ফরজসমূহ

তাওহিদ হলো ফরজ। হালাল অন্বেষণ করা ফরজ। প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করা ফরজ। আমলের মধ্যে ইখলাস আনয়ন করা ফরজ। লোকদের থেকে আমলের বিনিময় প্রত্যাখ্যান করা ফরজ।

সৎ বন্ধু

যে ব্যক্তি তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না, সে মূর্খ।

আমল ব্যতীত ইলম তোমাকে স্রষ্টা থেকে বিমুখ করে সৃষ্টির দিকে ফিরিয়ে দেবে। আর ইলম অনুপাতে আমল তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সাথে মিলিয়ে দেবে। দুনিয়া থেকে বিমুখ করে রাখবে। তখন ইলম তোমাকে তোমার অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি দেখিয়ে দেবে। তোমার অভ্যন্তর তোমার নিকট উন্মোচিত করে দেবে।

তখন আল্লাহ তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। কেননা তুমি নিজেকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার মহান এই বাণীর উপযুক্ত করে তুলেছ, 'তিনি সৎ বান্দাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।'[১৮] তিনি তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদের বাহ্যিকতাকে লালিত করেন তার কুদরতি প্রজ্ঞার হাত দ্বারা। আর তাদের অভ্যন্তরকে লালিত করেন তার কুদরতি জ্ঞানের হাত দ্বারা।

ফলে তখন তারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেন না। তাকে ব্যতীত অন্য কারও থেকে কিছু আশা করেন না। আল্লাহ ব্যতীত কারও থেকে কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে কিছু দেন না

---

১৮. সুরা আরাফ : ১৯৬

Scanned with CamScanner

তারা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ব্যতীত কারও অভাব অনুভব করেন না। তারা তখন কেবলই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে মত্ত থাকেন।

পাপ থেকে বাঁচা

আল্লাহর পরিচয় যে ব্যক্তি লাভ করতে পেরেছে; সে গোনাহগার ও ফাসেক ব্যক্তিকে দেখে চিনতে পারে। আল্লাহ তাকে কাছে ডাকেন। তাকে নিষেধ করেন গোনাহ থেকে। তার দেওয়া যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেন। এসব কেবল তার পক্ষেই সম্ভব। যাহেদ এবং আবেদের পক্ষে নয়। কীভাবে তারা অবাধ্যদের ওপর রহম করে না? অথচ তারাই রহমতের জায়গা। তওবা ও ক্ষমা লাভের স্থান।

আরেফ; সে আল্লাহর গুণাবলি অর্জন করেছে। সে পাপী ব্যক্তিকে শয়তান, নফস ও প্রবৃত্তির হাত থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। যখন তোমাদের কেউ তার সন্তানকে কাফেরের হাতে বন্দি অবস্থায় দেখে, তখন সে কি তার ছেলেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে না? আরেফ তো এমনই সন্তানের জন্য পিতার মতো। সমস্ত সৃষ্টিই তার কাছে আপন সন্তানের মতো।

আল্লাহকে স্মরণ করো

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, 'যে নিজেকে আমার জিকিরে স্মরণে নিয়োজিত রেখেছে, আমি তাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করব।'[১৯]

অন্তর ব্যতীত শুধু মুখের জিকিরে কোনো উপকার নেই। জিকির তো হলো অন্তরের জায়গা। অন্তর থেকে মুখের দিকে আসে।

তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো। তিনিও স্মরণ করবেন তোমাকে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি

---

১৯. হাদিসে কুদসি। *তিরমিজি* : ২৯২৬

Scanned with CamScanner

তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[২০]

তুমি আল্লাহর জিকির এমনভাবে করো, যেন জিকির তোমাকে এবং তোমার পাপসমূহকে বেষ্টন করে নেয়। অবশেষে তুমি পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

তুমি পাপমুক্ত হও। তাহলে সর্বদা তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। তুমি আল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত থাকো। তিনি তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। তোমার সকল চিন্তা-ভাবনাজুড়ে একমাত্র আল্লাহকে আশ্রয় দাও। সকল কিছু থেকে নিজেকে তুমি মুক্ত করে আল্লাহকে স্মরণ করো। তবেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাকে ভালোবাসবেন।

পুণ্যবানদের মতো হও

হে সম্প্রদায়! তোমরা সৎ বান্দাদের মতো একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যাও। তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাদের জন্য হয়ে যাবেন, যেমন ছিলেন সৎ বান্দাদের জন্য।

যদি তোমরা চাও, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাদের জন্য হবেন, তাহলে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যে বিভোর থাকো। ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকো।

তাদের মতো হও, যারা ছিলেন যাহেদ তথা দুনিয়াবিমুখ। তাকওয়া ও পরহেজগারির মাধ্যমে তারা তাদের নির্ধারিত অবস্থান অর্জন করেছেন। অতঃপর তারা আখেরাত অন্বেষণ করেছেন। আখেরাতের আমল করেছেন। তারা তাদের নফসকে অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করেছেন। তারা প্রথমে নিজেদের সংশোধন করেছেন। অতঃপর অন্যদের।

---

২০. সুরা বাকারা : ১৫২

Scanned with CamScanner

তাকদির

তুমি অন্বেষণ করা ছেড়ে দাও। যা বণ্টন করা হয়ে গেছে তার অন্বেষণ তোমাকে ক্লান্ত করবে। আর যা বণ্টন করা হয়নি, তার অন্বেষণ তোমাকে লজ্জিত ও অপমানিত করবে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার বণ্টনের ওপর ভরসা করো।

সৃষ্টির মাঝে তোমার স্রষ্টাকে খুঁজো

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো তার প্রতিনিধিত্ব করে। তুমি তার সৃষ্টির মাঝে চিন্তা-ভাবনা করো। তাহলে অবশ্যই তুমি সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে।

মুমিন ব্যক্তির দুটি চক্ষু রয়েছে বাহ্যিক এবং দুটি চক্ষু রয়েছে অভ্যন্তরীণ। সে তার বাহ্যিক দুটি চক্ষু দ্বারা পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ দেখতে পারে। অভ্যন্তরীণ চক্ষু দ্বারা আসমানের সৃষ্টিসমূহ দেখতে পারে।

বন্ধ দরজার চাবি

তুমি যদি চাও, তোমার সম্মুখে কোনো দরজা বন্ধ থাকবে না, সকল কিছু তিনি তোমার জন্য প্রস্তুত করে দেবেন, তাহলে তুমি আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আল্লাহর ভয় হলো, সকল বন্ধ দরজার চাবি। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তাকে পথ তৈরি করে দেন। এবং ধারণাতীত উৎস থেকে রিজিক প্রদান করেন।'[২১]

---

২১. সুরা তালাক : ২-৩

Scanned with CamScanner

অভিযোগ

তুমি মানুষের নিকট অভিযোগ করো না। অভিযোগ করো একমাত্র আল্লাহর নিকট। তিনিই সবকিছু নির্ধারণ করেন। আর কেউ নয়। জ্ঞানী তো সে, যে আল্লাহর দরজাকে আঁকড়ে ধরে। এবং অন্য সকল দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। পৃথিবীর সমস্ত কল্যাণ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার হাতে। দেওয়া না দেওয়ার মালিক কেবল তিনি। ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র্য তার পক্ষ থেকেই আসে। তিনি যাকে চান সম্মানিত করেন, যাকে চান তাকে অপমানিত করেন।

সন্তুষ্টি

বিপদে-আপদে, স্বচ্ছলতা-দারিদ্র্যে, সুস্থতা-অসুস্থতা, ভালো-মন্দে এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার আনুগত্যকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ ব্যতীত তোমার মুক্তি নেই।

আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নাও। কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপন করো না। কারো নিকট কোনো অভিযোগ পেশ করো না। তাহলে কেবল বিপদকেই বৃদ্ধি করবে।

সুতরাং প্রশান্তচিত্তে আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নাও। সর্বদা চুপ থাক। তাতেই তোমার কল্যাণ।

Scanned with CamScanner

ঝেড়ে ফেলো অসতর্কতা

তোমরা গাফেল ও অসতর্ক হয়ে আছ। যেন তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না, একত্রিত হবে না কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে, জীবনের হিসাব দেবে না, পুলসিরাত অতিক্রম করবে না।

এসবই তোমাদের বৈশিষ্ট্য। অথচ তোমরা নিজেদের মুসলমান ও মুমিন বলে দাবি করো।

আল্লাহর প্রতি ভয়

আল্লাহকে অধিকতর ভয় করো। কেননা যদি তোমার অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত না থাকে, তাহলে দুনিয়া-আখেরাতের কোথাও তুমি নিরাপদ নও।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে ভয় করা প্রকৃত ইলমের পরিচায়ক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, 'বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।'[২২]

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে কেবল ওই সকল আলেমই ভয় করেন, যারা তাদের ইলম অনুপাতে আমল করেন। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য কামনা করেন।

আল্লাহকে তারা না দেখে ভয় করেন। আল্লাহ তাদের বাহ্যিক চোখে অদৃশ্য। কিন্তু অন্তরের চোখে সদা হাজির।

আলেমগণ কেনই-বা আল্লাহকে ভয় করবেন না। তিনি সবকিছু প্রতিনিয়ত পরিবর্তন-পরিবর্ধন করছেন। একজনকে সম্মানিত করছেন, তো আরেকজনকে করছেন অপমানিত। একজনকে জীবন দান করেন, তো আরেকজনকে মৃত্যু দান করেন। তাকে কবুল করছেন, তো অন্যকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। একে নিকটে টেনে নিচ্ছেন, তো তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

---

২২. সুরা ফাতির : ২৯

Scanned with CamScanner

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার নিকটে টেনে নিন; দূরে সরিয়ে দেবেন না।

উপদেশ গ্রহণ করো

তুমি তোমার মুমিন ভাইয়ের দেওয়া উপদেশ গ্রহণ করো। তার দেওয়া উপদেশের অবাধ্যতা করো না। কেননা সে তোমার মাঝে যা দেখছে, তা তুমি দেখছ না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন তার ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ।'[২৩]

মুমিন তার ভাইকে দেওয়া উপদেশের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন। সে তার জন্য এমন বিষয় উন্মোচিত করে দিচ্ছে যা তার নিকট ছিল গোপন। ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে দিচ্ছে। পবিত্র সেই সত্তা যিনি উত্তম উপদেশ তার বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন।

আমি উপদেশ প্রদান করি। এর জন্য আমি কোনো প্রতিদান চাই না। চাই না দুনিয়ার কোনো তুচ্ছ বস্তু। তোমাদের সফলতাই আমার আনন্দ। তোমাদের ধ্বংস আমার জন্য অস্থিরতা ও পেরেশানি।

আত্মার নিষ্কলুষতা

দুনিয়াতে তুমি শান্তির আশা করো না। কেননা দুনিয়া হলো অন্তহীন কষ্ট ও দুঃখের আবাসস্থল। তাই এখান থেকে পরিত্রাণ লাভ করা আবশ্যক। সুতরাং তোমার জন্য আবশ্যক হলো, অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ ও ভালোবাসা মুছে ফেলা। যদি তুমি কিছুতেই দুনিয়ার মোহ ছাড়তে না পার, তাহলে দুনিয়াকে অন্তর থেকে বের করে হাতের ওপর রাখো। অতঃপর ধীরে ধীরে যখন

---

২৩. আবু দাউদ : ৪৯১৮

Scanned with CamScanner

তোমার অন্তর আল্লাহর পরিচয় লাভ করে শক্তিশালী হবে, তখন হাত থেকে দুনিয়াকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। ফকির-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দাও।

বিরত থাকতে তুমি যত চেষ্টাই করো না কেন, দুনিয়া অবশ্যই তোমার নিকট আসবে। চাই তুমি ধনী হও কিবা ফকির, দুনিয়াবিমুখ হও কিবা দুনিয়া লোভী। দুনিয়া তোমার অন্তরের ওপর ঘুরে বেড়াবে। এর থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হলো ইলম অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী ইখলাসের সাথে আমল করা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে অন্বেষণে সত্যবাদী হওয়া।

খুলে ফেলো ঘৃণার আবরণ

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার হকের ব্যাপারে অবহেলা ও শৈথিল্যের পোশাক দেহ থেকে খুলে ফেলো।

স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির সাথে সম্পর্কের পোশাক দেহ থেকে খুলে ফেলো ।

নফস ও প্রবৃত্তির, আত্ম-অহমিকার, নিফাক এবং মানুষের নিকট প্রিয় ও গৃহীত হবার সকল অপচেষ্টার পোশাক তুমি দেহ থেকে খুলে ফেলো ।

শরীর থেকে দুনিয়ার পোশাক খুলে ফেলো। পরিধান করো আখেরাতের উত্তম পোশাক।

তুমি যখন সকল মোহ ও সম্পর্কের পোশাক তোমার শরীর থেকে খুলে ফেলবে তখন তোমার চারপাশে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অনুগ্রহের বাতাস প্রবাহিত হবে।

Scanned with CamScanner

হে উদাসীন!

হে বৎস! আগামীকাল হয়তো তুমি পৃথিবীতে বিচরণ করবে না। দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে কবরে। এমতাবস্থায় তুমি গাফলতের জীবনে ডুবে আছ? তোমার হৃদয় কি এতই শক্ত! এতই উদাসীন তুমি! জীবনের সফলতা সম্পর্কে তুমি কি সম্পূর্ণ বেখবর?

আমি তোমাকে সতর্ক করছি। তোমাকে সতর্ক করছে অন্যরাও। তবুও তুমি আপন অবস্থায় অটল-অবিচল আছ।

তোমার সম্মুখে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। পড়া হয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। এবং তোমাকে পড়ে শোনানো হয় পূর্ববর্তীদের ঘটনাসমূহ। তবুও তুমি নিজেকে পরিবর্তন করছ না। তোমার আমলের মাঝে পরিবর্তন আসছে না।

হে বৎস! মৃত্যু আসার আগে নিজেই নিজের কৃতকর্মের হিসাব নাও।

তুমি মত্ত রয়েছ পাপাচার, অন্যায়, ভ্রষ্টতা এবং মানুষের ওপর জুলুমে।

ক্রমাগত পাপাচার মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায়। যেমন অসুস্থতা নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে।

সুতরাং মৃত্যু আসার পূর্বেই তুমি তওবা করো। জান কবজ করতে মালাকুল মওত তোমার দরজায় আসার পূর্বেই যাবতীয় অন্যায় ও পাপাচার থেকে পরিশুদ্ধ করো নিজেকে।

হতাশ হয়ো না

তুমি গোনাহে লিপ্ত আছ, তবুও আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অফুরন্ত রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তওবার পানি দ্বারা তুমি তোমার অপবিত্র পোশাক ও দেহকে ধৌত করো এবং কৃত তওবার ওপর অটল ও অবিচল থাকো। আর অন্তরকে করো ইখলাস দ্বারা পরিপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

আখেরাত সজ্জিত করো

সকল কাজে-কর্মে মুমিনের নিয়ত খালেস ও পরিশুদ্ধ থাকে। মুমিন দুনিয়ার জন্য কোনো আমল করে না। দুনিয়ায় থেকে সে তার আখেরাতকে নির্মাণ করে। সুসজ্জিত করে পরকালকে। সে মসজিদ, মাদরাসা, সেঁতু ও কালভার্ট নির্মাণ করে। মুসলমানদের চলার পথকে কণ্টকমুক্ত রাখে। এ ছাড়া আর যা কিছু করে তা তার পরিবার-পরিজন, ফকির, মিসকিন, এতিম, বিধবা এবং নিজ অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য করে। মুমিন সকল কাজকর্মের মাধ্যমে তার আখেরাতকে নির্মাণ করে। কোনো কাজ প্রবৃত্তি ও মানসা পূরণের জন্য করে না।

রিজিক অন্বেষণ করবে তোমাকে

রিজিকের ব্যাপারে কখনো চিন্তিত হয়ো না। ব্যতিব্যস্ত হয়ো না রিজিকের অন্বেষণে। স্বয়ং রিজিক তোমাকে পাগলপ্রায় হয়ে অন্বেষণ করবে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন রিজিক তোমাকে খুঁজে বের করবে। পৌঁছে যাবে তোমার ঠিকানায়।

যদি আজকের রিজিকের ব্যবস্থা তোমার হয়ে যায়, তাহলে আগামীকালের রিজিক নিয়ে পেরেশান হয়ো না। তুমি জানো না আগামীকাল তুমি বেঁচে থাকবে কি না।

তুমি যদি আল্লাহর পরিচয় লাভ করে থাকো, তাহলে অবশ্যই তুমি রিজিক অন্বেষণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে তার জিহ্বা হয়ে গেছে দুর্বল ও শুকনো। তখন রিজিকের প্রতি তার চাহিদা থাকে নিতান্তই কম। সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে। আর রিজিক তালাশ করে তাকে।

রবের সন্তুষ্টি

তোমার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো ইখলাসের সাথে আমল করা। তুমি আমলের বিনিময়ে আল্লাহ ও মানুষের নিকট থেকে বিনিময় কামনা করো না। আমল করো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তুমি তাদের মতো হও, যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন। যদি তুমি নিজেকে এভাবে গড়তে পারো তবেই তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে জান্নাত লাভ করবে।

দুনিয়াতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। আখেরাতে লাভ করবে আল্লাহর দর্শন। মুমিনের সফলতা তো এখানেই।

ভালোবাসা অর্জনের পূর্বশর্ত

ভালোবাসা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো, যাকে ভালোবাসবে তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না। হৃদয় উজাড় করে কেবল তাকেই ভালোবাসতে হবে।

আল্লাহর ভালোবাসা সাধারণ কোনো বস্তু নয় যে, যে কেউ ভালোবাসার দাবি করবে। কত মানুষ এমন রয়েছে যারা আল্লাকে ভালোবাসার দাবি করে; অথচ বাস্তবে তারা ভালোবাসা থেকে অনেক দূরে। কত মানুষ এমন রয়েছে যারা ভালোবাসার দাবি করে না; কিন্তু তারা আল্লাহর খুবই নিকটবর্তী।

Scanned with CamScanner

ফিরে এসো

গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত হও। তোমরা বড়োই গাফলতের মাঝে ডুবে আছ। কেমন যেন তোমাদেরকে দূরে কোথাও আটকে রাখা হয়েছে; আর সেখানে বসে তোমরা জান্নাতে তোমাদের বাড়ি দেখতে পাচ্ছ। এটি কি স্পষ্ট ধোঁকা নয়? এ তো নিছক কল্পিত কল্পনামাত্র।

তোমরা গোনাহের সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অথচ এ নিয়ে তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। কোনো উদ্বেগ নেই। নেই হৃদয়ের অস্থিরতা। জান্নাত কামনা করছ অথচ গোনাহ থেকে তওবা করে ফিরে আসছ না স্বচ্ছ নির্মল উদ্যানের দিকে।

তোমাদের সকল কৃতকর্ম তোমাদের আমলনামায় দিন তারিখ-সহ লিখে রাখা হচ্ছে। প্রতিটির হিসাব নেওয়া হবে এবং সামান্য থেকে সামান্য গোনাহের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সুতরাং হে গাফেল! জাগ্রত হও, গাফলতের চাদর ভেদ করে। জাগ্রত হও হে ঘুমন্ত! ফিরে এসো আল্লাহর অবারিত রহমতের দিকে।

আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করো না

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করছ। বহু মানুষ এমন, যারা প্রভুর সন্তুষ্টির ওপর তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়।

আমি দেখছি তোমাদের সকল চেষ্টা, শ্রম ও সাধনাকে তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের জন্য। অথচ আল্লাহর চেয়ে আর কেউ তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকামী নয়।

দুর্ভোগ তোমাদের জন্য; তোমরা সেসব ব্যক্তিদের মতো হতে পারছ না, যারা তাদের সকল কাজ-কর্ম কেবল আল্লাহর জন্যই করত।

Scanned with CamScanner

হে জ্ঞানী !

হে আলেম! হে জ্ঞানী!

তুমি ইলম শিখেছ; কিন্তু ইলম অনুযায়ী আমল করছ না।

তাহলে তোমার আলেম পরিচয় মিথ্যা। তুমি আলেম নও। তুমি বরং মিথ্যা বলছ।

তুমি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ করো; কিন্তু তুমি নিজে অবাধ্যতায় লিপ্ত। তুমি বড়োই মিথ্যাবাদী।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, 'কেন তোমরা যা করো না তা বলো।'[২৪]

দুর্ভোগ তোমার জন্য; তুমি মানুষকে সত্য বলতে আদেশ করো; অথচ তুমি নিজেই মিথ্যা বলছ।

তুমি মানুষকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করো; অথচ তুমি নিজেই শিরকে লিপ্ত।

তুমি ইখলাসের কথা বলো; অথচ তোমার ভেতরেই নিফাক। তুমি লোকদের দেখানোর জন্য আমল করো।

তুমি মানুষকে বলো, গোনাহ ছেড়ে দিতে; অথচ তুমি নিজেই গোনাহে লিপ্ত।

তোমার থেকে লজ্জা উঠে গেছে। যদি তোমার মাঝে প্রকৃত ঈমান থাকত তাহলে অবশ্যই তুমি লজ্জিত হতে।

---

২৪ সুরা সাফ : ২

Scanned with CamScanner

শরিয়তের সাক্ষ্য

যা কিছু শরিয়তসম্মত নয় তা বাতিল ও মিথ্যা।

তুমি তোমার সকল আমল কুরআন-সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করো। যদি সত্য হয় তাহলে গ্রহণ করো, অন্যথায় ছুড়ে মারো।

কেন ধ্বংস করছ জীবন

তোমরা মনে করছ এ কথা যে, সবাই খাচ্ছে তো আমরাও খাচ্ছি। সবাই পান করছে, আমরাও পান করছি। সবাই পরিধান করছে, আমরাও পরিধান করছি। এ চিন্তা তোমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

যে ব্যক্তি সফলতা কামনা করে, সে যেন নিজেকে সকল হারাম থেকে বিরত রাখে। বিরত রাখে সকল প্রকার সন্দেহ এবং প্রবৃত্তির পূজা থেকে। আল্লাহর আদেশ পালনে ধৈর্যধারণ করে। তিনি তোমাকে যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। অবাধ্যতায় ডুবে ডুবে জীবনকে ধ্বংস করো না।

আহ্বান

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে; অথচ গোপনে সে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় সে মিথ্যাবাদী।

যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ এবং রাজত্ব ত্যাগ করা ব্যতীত জান্নাত কামনা করে সে মিথ্যুক।

যে ব্যক্তি অভাব ও দারিদ্র্যকে ভালোবাসা ব্যতীত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার দাবি করে সে মিথ্যুক।

Scanned with CamScanner

শিষ্টাচার

মানুষের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করো। এমনকি তাদের সামনে তোমার কণ্ঠকে পর্যন্ত উঁচু করো না।

বিরোধিতা

তোমরা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করছ। ভেঙে ফেলছ তাকওয়ার বর্ম। অপবিত্র করছ তোমাদের তাওহিদের পোশাক। নিভিয়ে দিচ্ছ ঈমানের প্রদীপ।

যখন তোমাদের কেউ একজন সফল হয় এবং আল্লাহর আনুগত্য করে, সে অহমিকা করে। লোকদের দেখায় আপন বড়োত্ব। আনুগত্যের বিনিময়ে সে লোকদের প্রশংসা কামনা করে।

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতে চায়, সে যেন সকল মানুষ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। কেননা যে ব্যক্তি লোক-দেখানো আমল করে তার আমল আল্লাহ কবুল করেন না।

আখেরাতের বাজার

দুনিয়াতে তুমি যেসব জিনিস নিয়ে মত্ত আছ, পরকালে তা তোমার কোনো কাজে আসবে না। শুধু তাই নয়, এগুলো তখন তোমার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। দুনিয়াতে যা তোমার সাথে আছে; আখেরাতে সেগুলো তোমার সাথে থাকবে না। তখন তুমি নিদারুণ অসহায় হয়ে যাবে।

Scanned with CamScanner

দুনিয়াতে তোমার সঙ্গী হলো রিয়া, নিফাক, অন্যায় ও পাপাচার। এগুলো এমন সব বস্তু, আখেরাতের বাজারে যার কোনো মূল্য নেই।

দুটি প্রমাণ

যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে না; অথচ তার এক হাতে রাসুলের হাদিস এবং অপর হাতে রাসুলের ওপর অবতীর্ণ কুরআন। তাহলে সে আল্লাহর নিকট পৌঁছতে পারবে না। সে নিজে পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে।

যে নিজেকে রাসুলের উম্মত বলে দাবি করে; অথচ তার আনীত শরিয়তের অনুসরণ করে না; পরকালে তার দাবি কোনো কাজে আসবে না।

যখন তোমরা কথা ও কাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে; তবেই তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আদেশ করেছেন তা পালন করো। যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। তবেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।

আকাঙ্ক্ষা

হে বৎস! তুমি পুণ্যবানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তাদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করছ না। তাদের মতো হওয়ার আশা করছ না।

তুমি ওই ব্যক্তির মতো যে পাত্র থেকে এক মুঠো পানি নিয়েছে। অতঃপর হাত খোলার পর সবটুকু পানি মাটিতে পড়ে গেছে।

Scanned with CamScanner

তুমি মন্দ লোকদের সাথে উঠাবসা এবং তাদের অনুসরণ করছ; আর আশা করছ সালেহিন ও পুণ্যবানদের মর্যাদা?

তুমি নির্বোধ।

নিয়ত

হে বৎস! যখন তুমি কথা বলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কথা বলো।

যখন চুপ থাকো; তখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে চুপ থাকো।

যে ব্যক্তি কাজের পূর্বে তার নিয়ত সঠিক করে না, তার আমলের কোনো মূল্য নেই। যদি নিয়ত সৎ না থাকে, তাহলে তোমার কথা বলাও পাপ। তোমার চুপ থাকাও পাপ। কারণ, তুমি তোমার নিয়ত সঠিক করোনি। বান্দার সকল কর্ম তার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

দ্বীনের ডাক্তার

আলেমগণ হলেন দ্বীনের ডাক্তার। যারা ভাঙা হাড় জোড়া লাগায়। যারা তাদের দ্বীনকে ভেঙে ফেলেছে তারা যেন আলেমদের নিকট এসে তাদের দ্বীনকে জোড়া লাগিয়ে নেয়। যিনি রোগ দিয়েছেন, তিনি ওষুধও দিয়েছেন। তিনি বান্দার কল্যাণের ব্যাপারে অন্যের চেয়ে অধিক ভালো জানেন।

Scanned with CamScanner

ইলম ও দুনিয়া

যে ব্যক্তি তার ইলম দিয়ে দুনিয়া অন্বেষণ করে; জেনে রেখো, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাকে তার ইলম দ্বারা পথভ্রষ্ট করেছেন। তার মাঝ থেকে ইলমের বরকত উঠে গেছে।

কেউ নিজেকে আল্লাহর ইবাদতকারী বলে দাবি করে; অথচ তার অন্তর মানুষের ইবাদতে পূর্ণ। আল্লাহর পরিবর্তে সে ভয় করে মানুষকে, তাদের প্রতি লালায়িত থাকে তার কামনাপূর্ণ হৃদয়। জেনে রেখো, সে বাহ্যিকভাবে আল্লাহর ইবাদতকারী হলেও তার অন্তর আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ নয়। যেখানে একমাত্র আল্লাহকে আশ্রয় দেওয়ার কথা, সেখানে সে বহু মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে।

তার সকল কামনা ও পেরেশানি মানুষের জন্য। আল্লাহ ব্যতীত সে মানুষের নিকট টাকা-পয়সা চায়।

আমলের বিনিময়ে মানুষের প্রশংসার আশা করে। তাদের নিন্দাকে ভয় করে। তারা ভয় করে মানুষের দেওয়া না দেওয়াকে। দুর্ভোগ এমন ব্যক্তির জন্য।

আখেরাত সন্নিকটে

জেনে রেখো! একদিন দুনিয়া ফুরিয়ে যাবে। কেটে যাবে জীবন। আখেরাত তোমাদের অতি নিকটেই। আখেরাতের জন্য তোমাদের কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা নেই। তোমাদের সকল চিন্তা কেবল পার্থিব জীবনের জন্য।

তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নেয়ামতের শত্রু। আল্লাহ যখন তোমাদের এমন কোনো নেয়ামত দেন যা তোমরা পছন্দ করো না, তখন তোমরা তা মানুষের মাঝে বলে বেড়াও। আর যখন উত্তম ও পছন্দনীয় নেয়ামত দেন তখন তোমরা তা গোপন করো। তোমরা বড়ো অকৃতজ্ঞ

Scanned with CamScanner

বান্দা। তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতকে গোপন করো, কৃতজ্ঞতা আদায় না করো, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের নেয়ামত ছিনিয়ে নেবেন।

একটিমাত্র চিন্তা

তোমাদের অন্তরে বহু রকমের চিন্তা বাসা বেঁধেছে। তোমরা অন্তর থেকে সকল চিন্তাকে বের করে দাও। একটিমাত্র চিন্তাকে মনে-প্রাণে ধারণ করো। তোমরা মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করো না। ইবাদতকে নিফাক থেকে মুক্ত করো। ইবাদত করো একমাত্র আল্লাহর জন্য।

যারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে না। তাদের অন্তরে নেই রিয়া ও নিফাকের ফোঁটা।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যা করতে আদেশ করেছেন তা পালন করো। যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। অন্তরে একমাত্র আল্লাহর আশ্রয় দাও। আল্লাহর ভালোবাসায় পূর্ণ করো হৃদয়।

মূর্খতার অনিষ্টতা

তুমি আল্লাহর ইবাদত করো; কিন্তু তোমার মাঝে ইবাদতের ইলম নেই। তুমি দুনিয়া থেকে বিমুখ থাকো; কিন্তু তোমার মাঝে সেই ইলম নেই। তাহলে তোমার উপমা হলো পর্দাবৃত বস্তুর মতো। সে জানে না পর্দার ভেতরে লোকানো কোনটি ভালো কোনটি মন্দ। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সে করতে জানে না। সে জানে না কে তার বন্ধু কে তার শত্রু। এসব একমাত্র আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং সৎ ব্যক্তিদের সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকার কারণে।

Scanned with CamScanner

সৎ ব্যক্তিদের নিকট যাও। আলেমদের নিকট গমন করো। ইলম ও আমলে বরিত সৎ ব্যক্তিগণ তোমাকে সরল-সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করবে।

মূর্খদের সংস্পর্শ

মূর্খ ব্যক্তিদের অনুসরণ করো না। তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকো। কেননা যখন তারা আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হবে তখন তুমি চুপ থাকতে পারবে না। কারণ সে হারাম কাজে লিপ্ত। তখন তুমি যদি প্রতিবাদ করো তাহলে তা হবে ইবাদত। আর যদি চুপ থাকো তাহলে তুমি হবে গোনাহগার।

শিরকের প্রকার

শিরক দুই প্রকার : প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য।

প্রকাশ্য শিরক হলো মূর্তির ইবাদত করা।

অপ্রকাশ্য শিরক হলো আল্লাহ ব্যতীত মাখলুকের ওপর ভরসা করা। মানুষের নিকট আশা করা। ভালো-মন্দে তাদের মুখাপেক্ষী হওয়া।

Scanned with CamScanner

দুনিয়া একটি বাজার

দুনিয়া একটি বাজারের ন্যায়। সময়ের পর এখানে কেউ থাকবে না। বাজারে সন্ধ্যা নেমে এলে মানুষজন যেমন তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যায়, তেমনই জীবনের সন্ধ্যা নেমে সকল মানুষ দুনিয়া ছেড়ে একদিন কবরে চলে যাবে।

তোমরা দুনিয়ার বাজারে কেবল ওই সকল বস্তু ক্রয় করো যা আখেরাতের বাজারে তোমার উপকারে আসবে।

অহংকার ত্যাগ করো

অন্তরকে অহংকারমুক্ত করো। অহংকার হলো পাপিষ্ঠদের গুণ, যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

মুয়াজ্জিনের আজান শুনে যদি তুমি নামাজে না দাঁড়াও তাহলে তুমি অহংকারী। তুমি আল্লাহর ডাককে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছ।

যদি তুমি কোনো মানুষের ওপর জুলুম করো তাহলে তুমি অহংকারী । তুমি নিজেকে তার থেকে বড়ো মনে করেছ।

আল্লাহর নিকট সততার সাথে তওবা করো। মৃত্যু পর্যন্ত সে তওবার ওপর অটল ও অবিচল থাকো। নচেৎ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন, যেমন ধ্বংস করেছেন নমরুদ ও অন্যান্য পাপিষ্ঠদের।

শরিয়তের অনুসরণ

শরিয়তের অনুসরণ করার দ্বারা কল্যাণ অর্জিত হয়। শরিয়তের বিরোধিতা করার দ্বারা অকল্যাণ ও অনিষ্ট লাভ হয়।

যে ব্যক্তি তার সকল কাজ-কর্মে শরিয়তকে বন্ধু না বানাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

Scanned with CamScanner

আমলের ওপর ভরসা করো না

তুমি আমল করো। সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের চেষ্টা করো। তবে নিজ আমলের ওপর ভরসা করো না। কেননা যে আমল ছেড়ে দেয় সে লোভী। আর যে আমল করে উক্ত আমলের ওপর ভরসা করে সে বোকা। সে ধোঁকার মধ্যে আছে।

সম্মান লাভ

যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান অর্জন করতে চায়, সে যেন আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে ভয় করে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত তারা, যারা মুত্তাকি—আমাকে ভয় করে।'[২৫]

মানুষের ওপর ভরসা করো না

তুমি কীভাবে তোমার হাতে থাকা সম্পদের ওপর ভরসা করছ; অথচ তা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর কীভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছেড়ে দিয়েছ; অথচ তা কখনোই দূরীভূত হবে না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত মানুষ এবং দুনিয়ার আসবাব-উপকরণের ওপর ভরসা করে সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর সাহায্য ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি নিজ কওমের ওপর ভরসা করে সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর অফুরন্ত ধনাঢ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

---

২৫ সুরা হুজরাত : ১৩

Scanned with CamScanner

পাথর দিল

কত স্বচ্ছ ও ভালো জিনিস তোমরা ব্যবহার করো না। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার পরও তোমরা কিছুই বুঝো না। কতকিছু তোমাদের দেওয়া হয়েছে; তোমরা তা গ্রহণ করছ না। কত উপদেশ শোনানো হয় তোমাদের; তবুও তোমরা তা গ্রহণ করো না।

প্রকৃতার্থে তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে। আল্লাহর পরিচয় তোমরা অর্জন করতে পারোনি। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার শক্তি ও মর্যাদার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

যদি তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে চিনতে, তার সাথে নিশ্চিত সাক্ষাতের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখতে, মৃত্যুকে স্মরণ করতে, তাহলে তা কতই-না উত্তম হতো।

তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুবরণ করতে দেখোনি?

তোমরা কি প্রত্যক্ষ করোনি তোমাদের রাজা-বাদশাহদের মৃত্যু?

তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তবুও তোমরা তোমাদের অন্তরকে পরিবর্তন করবে না?

'নিশ্চয় আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সম্প্রদায়ের ভাগ্যকে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন না করে।'[২৬]

তোমরা বলো, অথচ আমল করো না।

তোমরা আমল করো, কিন্তু সেই আমলে নেই ইখলাস।

তোমরা যা করছ তা আখেরাতে তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না।

---

২৬ সুরা রাদ : ১১

প্রয়োজন পূরণ করা

মানুষ দুনিয়াতে তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দেবে একদিন, দু-দিন, তিন দিন, এক মাস, এক বছর অথবা দুই বছর। কিন্তু আখেরাতে তোমার কোনো প্রয়োজন সে পূরণ করে দেবে না। সেদিন তার নিকট তোমার প্রয়োজন পেশ করলে সে ভারি বিরক্ত হবে।

সুতরাং তুমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ো। তার নিকট তোমার সকল প্রয়োজন পেশ করো। দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও কখনো তিনি বিরক্ত হবেন না।

সম্পদের মূর্তি

হে ধন-সম্পদের ওপর ভরসাকারী! অচিরেই তোমার হাত থেকে ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে। সম্পদ তখন তোমার দুর্ভোগ ও শাস্তির কারণ হবে।

একদিন এ ধন-সম্পদ ছিল অন্যের হাতে। তার থেকে ছিনিয়ে এনে তোমাকে দেওয়া হয়েছে যেন তুমি তার দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য করো। কিন্তু তা না করে তুমি এগুলোকে নিজ উপাস্যে পরিণত করেছ। আল্লাহর ওপর ভরসা ছেড়ে তোমাকে দেওয়া ধন-সম্পদের ওপর ভরসা করছ।

নিজ আমলের হিসাব নাও

নিজেই নিজের আমলের হিসাব নাও। আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই নিজ কর্মের হিসাব কষো। যদি সফলতা চাও, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অনুসরণ করো। বিরোধিতা করো তোমার প্রবৃত্তির। আল্লাহর আনুগত্য করো। নাফরমানি করো না।

Scanned with CamScanner

অন্তর হেফাজত করা

দুনিয়া পূজারিদের অবস্থা দেখে পরিতৃপ্ত হয়ো না। তাদের পোশাকে সজ্জিত হয়ো না। তাদের মতো দম্ভভরে কথা বলো না।

এগুলো তোমার কোনো কাজে আসবে না।

তুমি নোংরা, স্বচ্ছ নও।

তুমি আখেরাতবিহীন দুনিয়া।

তুমি বাতিল, সত্য নও।

তোমার বাহ্যিক সুন্দর কিন্তু তোমার ভেতর কুৎসিত।

তোমার ইলম আছে কিন্তু আমল করো না।

আমল আছে কিন্তু ইখলাস নেই।

নিশ্চয় আল্লাহ কবুল করেন না আমলবিহীন ইলম। ইখলাসবিহীন আমল। কবুল করেন না কিছুই যা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত।

তুমি যদি মিথ্যা বলে মানুষের কাছে সম্মানিত হও; তবে আল্লাহর নিকট সম্মানিত হতে পারবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমার অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। আল্লাহ তোমার অন্তর দেখেন। বাহ্যিক আকার-আকৃতি দেখেন না। তুমি পোশাকের আড়ালে কী লুকিয়ে রেখেছ তা দেখেন আল্লাহ। তিনি দেখেন তুমি গোপনে কী করো।

তুমি মানুষের সামনে নিজেকে সুন্দর-সুসজ্জিত করে রেখেছ। আর আল্লাহর সামনে করে রেখেছ নাপাক ও অপবিত্র।

তুমি যদি সফলতা চাও তাহলে সকল অন্যায় ও পাপ থেকে তওবা করো। এবং তওবার ওপর আমৃত্যু অটল থেকো।

Scanned with CamScanner

লোক-দেখানো আমল পরিত্যাগ করো। কেননা লোক-দেখানো আমল আল্লাহর সাথে শিরিক করার নামান্তর। সবকিছু করো একমাত্র আল্লাহর জন্য।

পাপী

পাপী ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ; তাই সে পাপ করে। শয়তানের অনুসরণ করে। যদি সে মূর্খ না হতো, আল্লাহর পরিচয় লাভ করত; তাহলে পাপে লিপ্ত হতো না। যদি সে জানত এ কথা যে, সে যে কাজের আদেশ করছে তা মন্দ, তাহলে সে তা ছেড়ে দিত।

আমি তোমাকে শয়তান থেকে সতর্ক করছি। আর তুমি শয়তানকে তোমার সঙ্গী বানাচ্ছ।

শয়তানের কাজ হলো নফস, দুনিয়া, প্রবৃত্তি, লালসা ও অসৎ সঙ্গ। এসব তোমার শত্রু। এর থেকে বেঁচে থেকো।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ব্যতীত তোমার আর কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী নেই। তিনি যা চান তা কেবল তোমার উপকারের জন্য। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যরা যা চায় তা কেবল তার নিজের জন্য; তোমার জন্য নয়।

জিকিরের প্রকার

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার জিকির প্রথমে অন্তরে করো। তারপর মুখ দিয়ে করো।

আল্লাহর জিকির অন্তরে করো এক হাজার বার। আর মুখে করো এক বার।

বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করো।

Scanned with CamScanner

যখন দুনিয়া তার সমূহ চাকচিক্য নিয়ে তোমার নিকট আগমন করবে তখন দুনিয়াকে বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করো।

যখন আখেরাত আসবে তখন আখেরাতকে গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করো।

আল্লাহকে তাওহিদের মাধ্যমে স্মরণ করো।

দুনিয়ার সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করো।

বিচ্ছিন্ন হয়ো না

হে দুনিয়ার মুসাফির! তুমি কাফেলার সাথিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। অন্যথায় পথের ডাকাত তোমার জীবন ও সম্পদ সব ছিনিয়ে নেবে।

হে আখেরাতের মুসাফির! তুমি সর্বদা কাফেলার সাথে জুড়ে থেকো, যেন তাদের সাথে তুমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারো।

তুমি যদি সফলতা চাও, তবে একজন আলেম শাইখের সংস্পর্শ লাভ করো। তিনি তোমাকে শিক্ষা দেবেন। তোমাকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেবেন। তিনি তোমাকে চিনিয়ে দেবেন আল্লাহর নিকট পৌঁছার রাস্তা।

আত্মার চিকিৎসা

তুমি অধিক পরিমাণ আল্লাহর জিকির করো। তাহলে তোমার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

তুমি তোমার অন্তরকে প্রতিনিয়ত পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দাও।

তুমি অন্ধকার কবরের কঠিন দিনগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করো, কেমন কাটবে তোমার একাকী সেই কঠিন দিনগুলো।

Scanned with CamScanner

তুমি চিন্তা করো, সমগ্র মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কীভাবে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন।

তুমি যদি প্রতিনিয়ত এসব নিয়ে ভাবতে থাকো, তাহলে তোমার কঠিন অন্তর নরম হবে। অন্তরের সকল নোংরামি দূর হয়ে বরফের মতো স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

নিজেই হও নিজের সংশোধক

তুমি নিজেই নিজেকে উপদেশ দাও। তুমি আমার এবং অন্য কারও মুখাপেক্ষী হয়ো না।

আমি তোমাকে যে উপদেশ দেব তা বাহ্যিক। আর তুমি তোমাকে যে উপদেশ দেবে তা হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করবে।

সর্বদা কবরের কথা চিন্তা করার মাধ্যমে তুমি নিজেকে উপদেশ দাও। সকল সম্পর্ক এবং উপকরণ ছিন্ন করো। সম্পর্ক তৈরি করো মহাশক্তিধর প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সাথে। তার রহমত ও অনুকম্পার বাঁধনে জড়িয়ে নাও নিজেকে।

আলেমদের বিরোধিতা

তোমরা আলেমদের সাথে চলাফেরা করো। তাদের সেবা করো। এবং তাদের থেকে ইলম অর্জন করো।

ইলম অর্জন করো আলেম থেকে; কিতাব থেকে নয়।

তোমরা অত্যন্ত আদবের সাথে আলেমদের মজলিসে গিয়ে বসো। তাদের হৃদয় উৎসারিত কথামালা থেকে উপকৃত হও। তোমরা তাদের থেকে ইলম অর্জনে সচেষ্ট হও। যেন তাদের বরকত তোমরা লাভ করতে পারো।

যারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে তাদের নিকট যাও। তাদের হৃদয় থেকে আল্লাহর পরিচয় লাভ করো।

Scanned with CamScanner

যারা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তোমরা তাদের নিকট গমন করো। দেখো তারা দুনিয়াতে কীভাবে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে।

তারা যেই পরিমাণ দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়েছেন, তোমরা ঠিক তেমনই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হও। তাদের নৈকট্য লাভ করো।

হে মূর্খ! তুমি তোমার বইপত্র-কিতাবাদি রেখে দাও। শূন্য হাতে আমার সামনে এসে বসো। ইলম অর্জন করা হয় আলেমের মুখ থেকে। বইপত্র থেকে নয়।

ক্রীতদাস

জনৈক ব্যক্তি একজন ক্রীতদাস ক্রয় করল। ক্রীতদাসটি ছিল দ্বীনদার ও সৎকর্মপরায়ণ।

মনিব তাকে বলল, হে ক্রীতদাস! তুমি কী খেতে চাও?

ক্রীতদাস বলল, আপনি আমাকে যা খেতে দেবেন আমি তাই খাব।

মনিব বলল, তুমি কী পরিধান করতে চাও?

ক্রীতদাস বলল, আপনি আমাকে যা পরিধান করতে দেবেন আমি তাই পরিধান করব।

মনিব বলল, গৃহের কোথায় তুমি থাকতে চাও?

ক্রীতদাস বলল, আপনি আমাকে যেখানে থাকতে দেবেন আমি সেখানেই থাকব।

মনিব বলল, তুমি কী কাজ করবে?

ক্রীতদাস বলল, আপনি আমাকে যে কাজের আদেশ করবেন আমি তাই করতে প্রস্তুত।

Scanned with CamScanner

ক্রীতদাসের কথা শুনে মনিব কাঁদতে শুরু করল। চোখের অশ্রু ফেলতে ফেলতে বলল, কতই-না সৌভাগ্য হতো আমার, আমার সাথে তোমরা যেমন সম্পর্ক; আমার সম্পর্ক যদি আল্লাহর সাথে তেমনই হতো।

তুমি যেমন আমার কথামতো চলার অঙ্গীকার করছ; আমিও যদি আমার মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী চলতাম। কতই-না সৌভাগ্য হতো আমার। সুন্দর হতো আমার দুনিয়া ও আখেরাত।

জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ

অধিক পরিমাণ ঠাট্টা, অনর্থক কথাবার্তা এবং সম্পদের অপচয় থেকে বিরত থাকো।

প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে অধিক উঠাবসা করো না। যারা তাদের সাথে অধিক সম্পর্ক রাখে তারা বোকা ও নির্বোধ।

তাদের সাথে অধিক সম্পর্কের দ্বারা মিথ্যা ও গিবতের ছড়াছড়ি হয়। পাপ ও অন্যায় কাজ অধিক সংগঠিত হয়। অন্তর মরে যায়।

প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের হয়ো না। তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য কল্যাণকর প্রয়োজনেই কেবল বাহিরে বের হও।

চেষ্টা করো সর্বদা চুপ থাকতে। তুমি প্রথমে কথা শুরু করবে না। তুমি শুধু কথার জবাব দেবে। যখন কেউ তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, যদি সে কথার জবাব দেওয়ার মাঝে তোমার এবং তার কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে; তবেই জবাব দাও। অন্যথায় চুপ থেকো।

Scanned with CamScanner

আনুগত্য করো

প্রতিটি মুহূর্তে তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের খাদ্য-পানীয়, পোশাক এবং তোমাদের রিজিক বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করো।

জেনে রেখো, রিজিক বাড়বেও না কমবেও না। তোমরা সকলে মিলেও যদি আল্লাহকে ডেকে বলো তবুও তোমাদের নির্ধারিত রিজিক থেকে সামান্য পরিমাণ বাড়বে না। রিজিক এমন বিষয় যা চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাদেরকে যা করতে আদেশ করেছেন তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকো। আর যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা আসার তা নির্ধারিত সময়ে আসবেই। প্রত্যেক জিনিস সময়মতো আসবে। এক বিন্দু সময় আগেও নয়, পরেও নয়। যা আসার তা আসবেই। চাই তা মিষ্ট হোক বা তিক্ত। চাই তোমরা তা পছন্দ করো কিবা অপছন্দ করো।

ভয়

হে বৎস! সৎ ব্যক্তিগণ আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে হৃদয় থেকে অন্ধকার দূর করেন। তারা সর্বদা ভয় ও উৎকণ্ঠার কিনারে অবস্থান করেন। আল্লাহর কঠিন শাস্তিকে তারা ভীষণ ভয় করেন।

তারা নামাজ, রোজা, হজ এবং সকল আনুগত্য সত্ত্বেও চিন্তা-পেরেশানি ও ক্রন্দনের মাধ্যমে অন্ধকার থেকে বের হয়ে আলোর দিকে যাত্রা করেন।

তারা অন্তর ও মুখ দিয়ে তাদের প্রতিপালকের জিকির করেন।

Scanned with CamScanner

ভাঙো প্রবৃত্তির জানালা

হে বৎস! তুমি তোমার প্রবৃত্তির অনুসরণ করছ। আমি তোমাকে আল্লাহ ব্যতীত সর্বদা মানুষ এবং আসবাব ও উপকরণের সাথে আবদ্ধ দেখছি।

কতদিন চলবে এভাবে?

নিজেকে কীভাবে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে তা শেখো।

হে মূর্খ! তোমার অন্তর মানুষের ভালোবাসায় পূর্ণ। এ অন্তরে কীভাবে তুমি আল্লাহ পাবে? কীভাবে লাভ করবে আল্লাহর পরিচয়?

ঘরের ভেতর বসে কীভাবে তুমি মসজিদের দরজা অবলোকন করবে?

যখন তুমি তোমার ঘর, পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের ভেতর থেকে বের হলেই মসজিদের দরজা দেখতে পারবে।

আত্মার সংশোধন

চারটি জিনিস তোমার আত্মাকে সংশোধন করবে।

এক. অধিক বস্তু থেকে অল্প বস্তুর দিকে চোখ ফেরাও।

দুই. আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সকল কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করো।

তিন. মর্যাদা রক্ষা করো।

চার. যা কিছু তোমাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা বর্জন করো।

Scanned with CamScanner

শেকড় ও ডালপালা

যখন তুমি সৃষ্টিকে চিনবে তখন তুমি সৃষ্টির জন্য আমল করবে।

যখন তুমি আল্লাহকে চিনবে তখন তুমি আল্লাহর জন্য আমল করবে।

যখন তুমি আখেরাতকে চিনবে তখন তুমি আখেরাতের জন্য আমল করবে।

যখন দুনিয়াকে চিনবে তখন তুমি দুনিয়ার জন্য আমল করবে।

শাখার ভিত্তি হলো আসল তথা মূল বস্তুর ওপর।

তুমি যেমন করবে তেমনই তার প্রতিদান পাবে।

প্রত্যেক পাত্র তাই পরিবেশন করে যা তার ভেতর আছে।

তুমি তোমার পাত্রে তেল রাখবে আর আশা করবে গোলাপের স্বচ্ছ পানি?

তুমি দুনিয়ার জন্য আমল করবে আর কামনা করবে তা আখেরাতে তোমার উপকারে আসবে?

জেনে রেখো! আল্লাহর আনুগত্যে রয়েছে জান্নাত। অবাধ্যতায় জাহান্নাম।

আশার বালি

হে বৎস! তুমি তোমার আশার লাগাম টেনে ধরো। অন্তর থেকে ধ্বংসাত্মক লোভ কমাও।

তুমি এমনভাবে নামাজ পড়ো যেন এটি তোমার জীবনের শেষ নামাজ।

মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো ঘুমানোর পূর্বে তার মাথার নিচে ওসিয়ত লিখে রাখা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যদি তাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেন তাহলে তো ভালো। আর যদি জাগ্রত না করেন এবং এটিই হয় তার শেষ ঘুম, তাহলে তার পরিবার-পরিজন যেন মৃত্যুর পর তার ওসিয়ত অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যা কবরে তার উপকারে আসবে।

Scanned with CamScanner

তুমি যখন খাবার খাবে তখন ভেবো, এ খাবার তোমার জীবনের শেষ খাবার। যখন পরিবারের সাথে সময় যাপন করো তখন ভেবো, পরিবারের সাথে এটিই তোমার জীবনের শেষ সময়। যখন বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করো তখন ভেবো আজকের সাক্ষাৎ তোমার জীবনের শেষ সাক্ষাৎ।

এ জীবনের মালিক তুমি নও। জীবনের লাগাম তোমার হাতে নয়। তাই জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তুমি জানো না কোনটি তোমার জীবনের শেষ সময়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এভাবেই যাপন করো।

কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে যা নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধরো।

তিনি নিয়ে এসেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ।

যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহকে ছেড়ে দিয়েছে ধ্বংস তার জন্য অবধারিত। জাহান্নাম ও অনন্ত শাস্তি তার চূড়ান্ত ঠিকানা।

তোমরা তোমাদের সকল কাজে তাকওয়া অবলম্বন করো।

তোমরা মৌলিকভাবে শিরক থেকে বেঁচে থাকো। আর ইসলামের শাখাগত বিষয়ে গোনাহ ও আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকো।

কুরআন ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। এ দুটিকে তোমাদের হাত থেকে কখনো ছেড়ো না।

তোমাকে বলছি

দুর্ভোগ তোমার জন্য, তোমার ইসলামের জামা ছেঁড়া।

তোমার ঈমানের পোশাক নাপাক।

তুমি উলঙ্গ।

তোমার অন্তর মূর্খতায় নিমজ্জিত।

তোমার ভেতর নোংরা ও কদর্যে পরিপূর্ণ।

তোমার অন্তর ইসলামের জন্য প্রশস্ত নয়।

তোমার বাহির জাঁকজমক হলেও তোমার অন্তর বিরান ও শূন্য।

যে দুনিয়াকে তুমি সর্বাগ্রে ভালোবাসো তা একদিন তোমার থেকে চলে যাবে। আর যে কবর ও আখেরাতকে তুমি ভুলে আছ তা তোমার দিকে এগিয়ে আসছে দ্রুত।

সুতরাং অচিরেই তুমি নিজেকে সতর্ক করো।

হয়তো তুমি আজ বা এক্ষুণি মারা যাবে। তখন তোমার এবং তোমার আশাসমূহের মাঝে মৃত্যু বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ফলে তুমি দুনিয়াতে যা আশা করেছ তা কখনো পাবে না। আর যে আখেরাতকে তুমি ভুলে আছ তার সাথে তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে বোকা ও নির্বোধ।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারও নিকট কোনোকিছু আশা করে সে বোকা বৈ কিছু নয়।

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পারবে না কোনো উপকার করতে।

Scanned with CamScanner

অপার বিস্ময়

তোমাদের কাজ এ কথা প্রমাণিত করে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী। তোমরা মুখে বলো এক কথা কিন্তু কাজ করো তার উলটো। তোমরা কি শুনোনি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কথা। তিনি বলেছেন 'হে ইমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা কেন বলো।'[২৭]

তোমাদের ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতা দেখে ফেরেশতারা পর্যন্ত বিস্ময়বোধ করে। তোমাদের মিথ্যার আধিক্য দেখে ফেরেশতারা ঢের আশ্চর্য হয়।

তোমাদের সকল আলাপ-আলোচনা মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাস, রাজা-বাদশাহ, ধনী, অমুকের খাবার, অমুকের পোশাক, অমুকের স্ত্রী, অমুকের ধনী হওয়া এবং অমুকের দরিদ্র হওয়ার ব্যাপারে।

এসব ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। তোমরা মিথ্যার পেছনে ছুটছ। এ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। এগুলো একদিন শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

তোমরা তওবা করো। গোনাহ ছেড়ে দাও।

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো। আল্লাহকে স্মরণ করো। আর সব ভুলে যাও।

আল্লাহর ওপর ভরসা

যখন তুমি সকল কাজে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে; আল্লাহ তোমার রিজিকের সংকীর্ণতা দূর করে তা অধিক প্রশস্ত করে দেবেন। তুমি কি শুনোনি আল্লাহর বাণী? তিনি বলেছেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেবেন। এবং অকল্পনীয় জায়গা থেকে আল্লাহ তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করবেন।'[২৮]

---

২৭ সুরা সাফ : ২
২৮ সুরা তালাক : ৩

Scanned with CamScanner

এই আয়াত দুনিয়ার ওপর বান্দার ভরসা করার দরজাকে বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ করে দিয়েছে রাজা-বাদশাহ এবং ধনীদের দরজাকেও। এবং খুলে দিয়েছে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের দরজা।

চিৎকার

জনৈক ব্যক্তি মজলিসে চিৎকার করে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করল।

তখন তাকে বলা হলো, অচিরেই তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কেন তুমি আল্লাহকে ডাক দিয়েছ। তোমার নিকট এর হিসাব চাওয়া হবে। তুমি কি লোক-দেখানোর জন্য আল্লাহকে ডেকেছ, নাকি অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে ডাক দিয়েছ?

দুনিয়াবি আলেম

তোমরা দুনিয়াবি আলেমদের কথা শুনো না, যারা তাদের কথা দিয়ে তোমাদের অন্তরকে খুশি রাখে। তারা তাদের লালসার জন্য লাঞ্ছিত হবে। এবং ধূলিকণায় পরিণত হবে তারা।

তারা লোকদেরকে আল্লাহর আদেশ পালন করতে বললেও নিজেরা আল্লাহর আদেশ পালন করে না। আল্লাহ যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে নিজেরা বাঁচে না। তাদের কাজ হলো মুনাফিকের কাজ। মূলত লোক-দেখানোর জন্য তারা এসব করে।

আল্লাহ তাদের থেকে এবং সকল নিফাকি থেকে দুনিয়াকে পবিত্র করেছেন। যতক্ষণ না তারা তওবা করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

Scanned with CamScanner

প্রবৃত্তির অনুসরণ

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষের অন্তরকে পাথরে পরিণত করে।

অধিক ঘুম মানুষের অন্তরে লোভ বৃদ্ধি করে। দীর্ঘ করে তার আশা ও চাহিদার পারদ।

নামাজে মন বসে না

তুমি যখন নামাজে দাঁড়াও তখন নামাজে তোমার মন বসে না। নামাজে দাঁড়িয়ে তুমি পণ্য বেচা-কেনা করো। পানাহার করো। বিবাহ করো। আরও নানান বিষয় নিয়ে কল্পনা করতে থাকো। নামাজের ভেতর অন্তর তোমাকে অনবরত কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

এর থেকে উত্তরণের উপায় কী?

এর থেকে উত্তরণের প্রথম উপায় হলো, হারাম থেকে বেঁচে থাকা। প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরা।

দ্বিতীয় উপায় হলো, লোকে তোমাকে যে সমস্ত অন্যায় ও হারাম কাজে লিপ্ত হতে নির্দেশ করে; সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

মুমিনের ভূমি

ইখলাস হলো মুমিনের ভূমি।

আমল হলো সে ভূমির সীমানা। সীমানা যদি পবিবর্তন-পরিবর্ধন হয় তাহলে সে ভূমি একদিন তোমার থাকবে না।

আর সে ভূমির ওপর নির্মিত ভবনের ভিত্তি হলো তাকওয়া।

Scanned with CamScanner

গাফেলের সঙ্গী

তোমার নাম পাপী। আগামীকাল তোমাকে তোমার পাপের হিসাব দিতে হবে। তুমি কবরে ঘৃণিত হবে। তুমি জানো না যে, তুমি জান্নাতের অধিবাসী নাকি জাহান্নামের অধিবাসী। তুমি জানো না তোমার পরিণাম কী হবে। তবুও তুমি নিজেকে পরিবর্তন করছ না। তুমি কি জানো আগামীকাল তোমার সাথে কেমন আচরণ করা হবে?

হে বৎস! তুমি যখন সকাল অতিবাহিত করো; তুমি জানো না সন্ধ্যায় তুমি বেঁচে থাকবে কি না। সন্ধ্যায় জানো না; আগামীকাল সকালের সাথে তোমার দেখা হবে কি না।

তোমার গতকাল তোমার সকল কর্মের সাক্ষী হয়ে আছে। এবং জানো না আগামীকাল তুমি কোথায় থাকবে।

সুতরাং আজকের ব্যাপারে তুমি কীভাবে গাফলতের মাঝে ডুবে আছ?

তুমি যে গাফেল তার প্রমাণ হলো, তুমি গাফেল ব্যক্তিকে তোমার জীবনের সঙ্গী বানিয়েছ।

Scanned with CamScanner

আত্মসমালোচনা

প্রকৃত মুমিন সে; যে নিজেকে জিজ্ঞেস করে—আমি যে কথা বলি, তা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কী?

আমার প্রতিটি পদক্ষেপ কীসের জন্য?

কেন আমি আহার করছি?

প্রকৃত মুমিন সর্বদা আত্মসমালোচনা করে। বারবার জিজ্ঞেস করে নিজেকে নিজের কর্ম সম্পর্কে। কর্মের পরিণতি সম্পর্কে।

সে অনবরত নিজেকে জিজ্ঞেস করে, আমি যা করছি তা কি কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হচ্ছে?

আত্মসমালোচনার পর নিজের কর্মের ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়াই ঈমানের মূল।

শেষ উপদেশ

আবদুল ওয়াহহাব মৃত্যুশয্যায় পুত্র শাইখ আবদুল কাদেরকে আখেরি নসিহত করেছেন। বলেছেন, 'আল্লাহকে অধিক পরিমাণে ভয় করো। তার আনুগত্য করো। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করো না। কারও নিকট কোনোকিছু আশা করো না। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ওপর ভরসা করো। যা প্রয়োজন তার নিকট চাও।

তাওহিদ। তাওহিদ। তাওহিদ।

সবকিছুর মূল একমাত্র তাওহিদ। আল্লাহ এক। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। জীবন-মৃত্যু, রিজিক তথা মুমিনের সকল কাজে একমাত্র তিনিই ভরসা।

Scanned with CamScanner

বাণী চিরন্তন

তুমি উপার্জন করে খাও। ধর্ম বিক্রি করে নয় ।

দলান্ধতা ও ব্যক্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকো। সর্বদা এমন কাজে ব্যস্ত থাকো দুনিয়া-আখেরাতে যা তোমাকে উপকৃত করবে।

যে ডাক অন্তর থেকে আসে না তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে না। কেবল মুখের জিকির হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

সর্বাধিক জ্ঞানী ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করে। সবচেয়ে নির্বোধ ওই ব্যক্তি, যে তার অবাধ্যতা করে।

যার উপদেশ তোমাকে উপকৃত করে না, তার হৃদয় দৃষ্টি তোমার উপকারে আসবে না।

তুমি তোমার ভেতরকে আলোকিত করো আল্লাহর ধ্যানে। বাহিরকে আলোকিত করো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে।

যে মানুষের প্রশংসায় লালায়িত সে তাদের নিন্দার ভয় করবেই।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে না, তাকে উপদেশ দেওয়ার আর কোনো উপায় নেই।

Scanned with CamScanner

যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের জন্য ইলম শেখে তার জন্য অপেক্ষা করছে ঘোর লাঞ্ছনা।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে নির্বোধ।

যে ব্যক্তি তার প্রভু থেকে বিমুখ হয়ে গেছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

Scanned with CamScanner

আব্দুল কাদের জিলানী রহ.। ইতিহাসের এক প্রদীপ্ত মনীষী। প্রায় হাজার বছরব্যাপী মুসলমানদের চিন্তা ও মননকে আলোকিত করেছেন। অধ্যাত্মিকতার বরেণ্য ইমাম হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। কাল ও শতাব্দী পরম্পরায় তার মুখনিঃসৃত নাসিহাহ মানুষের আত্মোন্নতি, আত্মশুদ্ধির বিপ্লব সাধন করে চলছে। আঁধার ছেড়ে আলোর ভুবনে, পাপের আসর থেকে পুণ্যের মজলিসে কতো শতো লোকেরা ছুটে আসছে তার সুরভিত বাণীর প্রভাবে। সিরিয়ার বিশিষ্ট গবেষক শাইখ সালেহ আহমাদ শামী জীবনগড়ার অমূল্য পাথেয়মূলক তার একগুচ্ছ নাসিহাহ সংকলন করেছেন, বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতায় যা প্রশ্নাতীত। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য অসামান্য এ গ্রন্থটির অনূবাদ প্রকাশিত হলো হাসানাহ পাবলিকেশন থেকে।

শুদ্ধ চিন্তা শুদ্ধ প্রকাশ
হাসানাহ

Scanned with CamScanner